জানুয়ারি ২০১৯ বর্ষ ০৪, সংখ্যা ০১

বন্দর বার্তা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর মাসিক প্রকাশনা

প্রকাশনার ৪র্থ বছর

রিক্যাপ: মেরিটাইম বিশ্ব ২০১৮

স্বাগত নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

শুভ বার্তা: চট্টগ্রাম বন্দরে কমেছে জাহাজের অপেক্ষমান সময়

ভারতের নদী টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্বে সামিট গ্রুপ

২০১৮ সালের মুখরিত বন্দরবার্তা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্প বড় ধরনের রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। বিদায়ী ২০১৮ সালে তারই প্রতিফলন দেখা গেছে–বছরজুড়ে নানা আয়োজনে, উন্নয়নে, সংবাদে। এইসব কিছু নিয়ে মুখর ছিল বন্দরবার্তাও। স্মৃতির আলোকচ্ছটায় বন্দরবার্তার তৃতীয় বছর।

জানুয়ারি ২০১৮

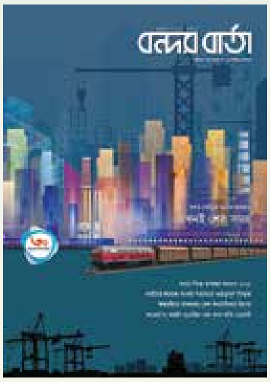

বন্দর কেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনার এখনই শ্রেষ্ঠ সময়

বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি চীনের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের মূলে রয়েছে তাদের বন্দর কেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। আমাদের দুটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলা, যার মাধ্যমে মোট বাণিজ্যের আয়তন ভিত্তিতে ৮৭ শতাংশ এবং মূল্যমান ভিত্তিতে ৯৭ শতাংশ সম্পাদন হচ্ছে। যা দেশের অর্থনীতিতে নেতৃস্থানীয় অবদান রাখছে।

বন্দর শিল্পে রূপান্তর আনবে ২০১৮

অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের ঝোঁক, বাণিজ্য প্রবাহ এবং বিশ্বের ডেমোগ্রাফি বদলের কারণে বন্দরশিল্পের রূপান্তরে ২০১৮ সাল হতে পারে একটি নির্ধারণী বছর। এক্ষেত্রে চীনের বেল্ট এবং রোড ইনিশিয়েটিভই হলো এশিয়া ও আফ্রিকার বন্দরগুলো পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি।

গ্রন্থ পরিচয়–পোর্টস, সিটিজ অ্যান্ড গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন

বাছাই সংবাদ

◆ মোংলা বন্দরে জাহাজ আগমনের রেকর্ড ◆ বন্দরে মোবাইল কনটেইনার স্ক্যানার চালু ◆ বাংলাদেশ-ভারত নৌপথে বাড়ছে বাণিজ্য ◆ ঈশ্বরদীতে ইনল্যান্ড রেল কনটেইনার ডিপো ◆ লাইটার জাহাজ সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ◆ এশিয়ায় ব্যবসা বাড়াচ্ছে পেট্রো-চায়না ◆ আটলান্টিক যুদ্ধের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হচ্ছে লিভারপুলে

ফেব্রুয়ারি ২০১৮

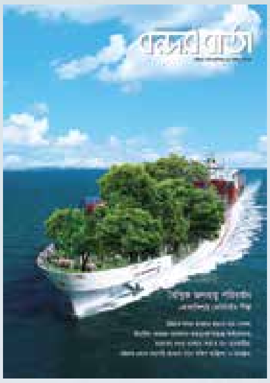

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় মেরিটাইম শিল্প

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে, মেরু অঞ্চলের বিশাল পরিমাণ বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এবং এতে স্থল ও জলজ বাস্তুসংস্থানে বিপর্যয় ঘটছে। স্বাভাবিক কারণেই মেরিটাইম শিল্প ও সামুদ্রিক পরিবেশে এই জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে, নৌপরিবহন সেক্টরের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা তাদের ভবিষ্যৎ কৌশল কাঠামো নির্ধারণের জন্য ওয়ার্ল্ড পোর্টস ক্লাইমেট ইনিশিয়েটিভ, গ্রিন পোর্ট, ইকো পোর্ট, গ্রিন ইকুয়েপমেন্ট, কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং ২০১৮ সালে আইএমও'র প্রাথমিক কৌশলপত্র নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ৩৯তম চেয়ারম্যান হিসেবে পদোন্নতি পেলেন কমডোর জুলফিকার আজিজ, (ই), পিএসসি, বিএন। বিদায়ী চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল ২৯ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এর আগে তিনি ২০১২ সাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পর্ষদ সদস্য (প্রকৌশল) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

গ্রন্থ পরিচয়–দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব সি পাওয়ার আপঅন হিস্টোরি ১৬৬০-১৭৮৩

বাছাই সংবাদ

◆ মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী ◆ চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি জাহাজ যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও মরক্কোয় ◆ গতি ফিরে পাচ্ছে এশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য

মার্চ ২০১৮

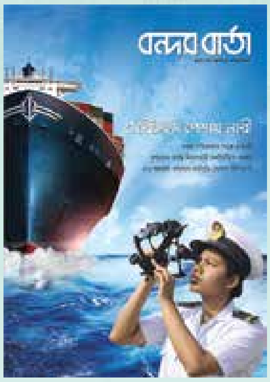

মেরিটাইম পেশায় নারী

প্রথাগত পরিবারিক বা সামাজিকভাবে নারীদেরকে মেরিটাইম পেশায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। বিশ্বব্যাপী প্রায় ১২ লাখ পুরুষের বিপরীতে কেবল ২৭ হাজার নারী কাজ করছেন এই শিল্প খাতে। তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ শিল্পে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র বদলাচ্ছে। এখন তারা মেরিটাইম ল, পোর্ট ম্যানেজমেন্ট, মেরিটাইম বিজনেস, নেভাল আর্কিটেকচার ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে অবদান রাখছে।

দৃশ্যমান হচ্ছে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল

চট্টগ্রাম মিরসরাইয়ের বিশাল চরজুড়ে চলতি বছর দৃশ্যমান হতে যাচ্ছে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল। ৩০ হাজার একর জমিতে ২৫টি আলাদা জোন নিয়ে নির্মিত হবে এটি। এরই মধ্যে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে দেশি-বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পিএইচপি, কেএসআরএম, বিএসআরএম ও চীনের ঝেজিয়াং-জিনডুন উল্লেখযোগ্য। কিছুদিনের মধ্যে এটি পরিণত হবে দেশের অন্যতম বৃহত্তম পরিকল্পিত আধুনিক শিল্পনগরে।

গ্রন্থ পরিচয়–মেরিটাইম উইমেন: গ্লোবাল লিডারশিপ

বাছাই সংবাদ

◆ বাণিজ্যে গতি আনতে কলকাতা বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী ঢাকা ◆ চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি জাহাজ যাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় ◆ জাহাজ আগমনের সাথে সাথে রাজস্ব আয়ও বেড়েছে মোংলা বন্দরে ◆ ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে হামবুর্গ বন্দর

এপ্রিল-মে ২০১৮

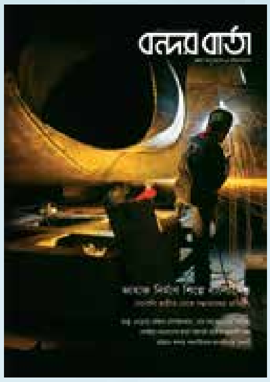

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশ: সোনালি অতীত থেকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

বাংলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সমৃদ্ধির ইতিহাস সুপ্রাচীন। আঠারো শতকে ব্রিটিশদের হাতে দমনের পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই অঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পুনর্জাগরণ শুরু হয়। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটিয়ে জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও। ২০১৫ সালের শিল্পনীতিতেও দেশের সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে জাহাজ নির্মাণকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' ঘোষণা করা হয়েছে।

চীনা পণ্যে অতিরিক্ত কর আরোপে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমূহের উদ্যোগ

মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় চার শতাংশ সম্পন্ন হয় চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ কনটেইনার বন্দরগুলোয় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে নতুন মার্কিন কর ব্যবস্থা। এ ছাড়া বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থাও ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন অর্থনীতিবিদগণ।

গ্রন্থ পরিচয়–পোর্ট টাউনস অ্যান্ড আরবান কালচারস: ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরি অব দ্য ওয়াটারফ্রন্ট (১৭০০-২০০০)

বাছাই সংবাদ

◆ বাংলাদেশের বন্দর ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী সিঙ্গাপুর ◆ রূপকল্প-২০২১ সামনে রেখে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহারকারীবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা হবে: বন্দর চেয়ারম্যান ◆ চট্টগ্রাম ও হলদিয়া বন্দরকে সংযুক্তকারী নতুন পরিষেবা চালু ◆ কোরিয়া বাংলাদেশ রুটে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু ◆ গত চার বছরের তুলনায় আস্থা বেড়েছে শিপিংয়ে

জুন-জুলাই ২০১৮

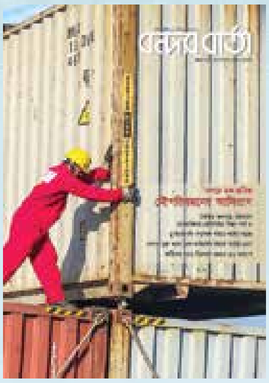

বন্দরে ডক শ্রমিক: নৌপরিবহনের আদিপ্রাণ

কালের পরিক্রমায় অন্যান্য সব পেশায় নানা পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটলেও এখনো পৃথিবীর অন্যতম এই প্রাচীন পেশাজীবীরা একটি বন্দরকে সচল রাখে মূলত কায়িক শ্রমে। এই কয়েক দশক পূর্বেও ডক শ্রমিকদের কাজটি মোটামুটি একই রকম ছিল। তবে ১৯৬০ সালের পরে কনটেইনারবাহী পণ্য পরিবহনের ব্যাপক প্রসারের ফলে পঞ্চাশ বছর আগের তুলনায় এখন তাদের কাজের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আজকের দিনে ডক শ্রম তথা স্টিভিডোরিং পেশা নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তিতে সুসজ্জিত। মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রিকে সচল রাখার পাশাপাশি, দেশ ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন ডক শ্রমিকেরা।

বন্দরে যুক্ত হলো রেল মাউন্টেড ইয়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন

চট্টগ্রাম বন্দরের যন্ত্রপাতি বহরে প্রথমবারের মতো যুক্ত হলো রেল মাউন্টেড ইয়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন। প্রায় ২২ কোটি টাকায় চীন থেকে কেনা হয়েছে যন্ত্রটি। গত ১৭ মে বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে রেলপথে কনটেইনার লোড-আনলোডের জন্য বিশেষায়িত এ যন্ত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান।

বাছাই সংবাদ

◆ আইএমও'র দুর্বল ব্যবস্থাপনায় থমকে যাচ্ছে জলবায়ু নীতিমালা ◆ মেরিটাইম জনশক্তি উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এমপিএ সিঙ্গাপুর ◆ ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ গঠনে আইন হচ্ছে ◆ নতুন এডিপিতে সাত মেগা প্রকল্পে ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ◆ দ্বিগুণ হলো 'পোর্ট ডিউটি' ও 'নাইট শিফট' ভাতা ◆ নাবিক দিবসের আলোচনায় মানসিক সুস্থতা

আগস্ট ২০১৮

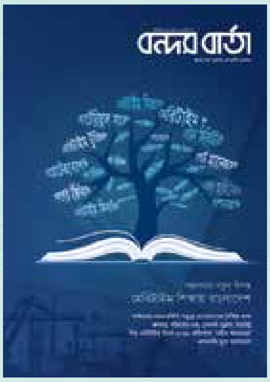

মেরিটাইম শিক্ষায় বাংলাদেশ: সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

বিশ্ব অর্থনীতির চাকা এখন অনেকটাই নৌপরিবহন শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে মেরিটাইম খাতে দক্ষ জনবলের চাহিদাও বাড়ছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতও ক্রমশই সামনে অগ্রসর হচ্ছে। বিগত এক দশকে দেশে বন্দরসহ মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে বিনিয়োগও বেড়েছে বহুগুণ, ফলে এই সমস্ত খাতগুলোতে প্রয়োজন পড়ছে প্রচুর দক্ষ জনবলের। তাই দেশের নবীনদের মেরিটাইম শিক্ষায় শিক্ষিত করে জাতীয় উন্নয়নের সম্ভাবনাময় খাতটিতে অবদান রাখার সুযোগ করে দেওয়ার এখনই প্রকৃত সময়।

আইএমও এসএমসিপি: সমুদ্রে যোগাযোগের বৈশ্বিক ভাষা

ভাষাগত ব্যবধান ও পারস্পরিক যোগাযোগের অদক্ষতার ফলে সাগরে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। নাবিকদের মধ্যকার এই ভাষাগত ব্যবধান ঘুচাবার জন্য একটি সার্বজনীন ভাষার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে আইএমও, যেটি আইএমও স্ট্যান্ডার্ড মেরিন কমিউনিকেশন ফ্রেজেস (এসএমসিপি) নামে পরিচিত। সীমিত ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন একজন প্রশিক্ষণার্থীও শুধু স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে এটা শিখতে ও প্রয়োগ করতে পারবেন।

গ্রন্থ পরিচয়–ক্লিন শিপস, ক্লিন পোর্টস, ক্লিন ওশানস– কন্ট্রোলিং গারবেজ অ্যান্ড প্লাস্টিক ওয়েস্টস অ্যাট সি

বাছাই সংবাদ

◆ এলএনজি যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ ◆ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি চট্টগ্রাম বন্দরের ◆ জাহাজ ভাঙা শিল্পের পূর্বঘোষিত শুল্ক প্রত্যাহার ◆ ব্যস্ত সময় পার করছে দক্ষিণ এশিয়ার শিপব্রেকিং ইয়ার্ডগুলো ◆ আফ্রিকার বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল উদ্বোধন করল জিবুতি ◆ এশিয়াতে সমুদ্র পর্যটনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়: বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ব্রতকথা

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুই প্রথম নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় গঠন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত নৌঅবকাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমানে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে ১১টি দপ্তর বা সংস্থা। এই সব সংস্থার মাধ্যমে দেশের ২২টি স্থল বন্দর, ২৯টি নদী বন্দর কিংবা ৩টি সমুদ্র বন্দরের সবগুলোরই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি বিগত অর্ধশতক ধরে সুচারুরূপে পালন করে চলেছে বাংলাদেশ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

পাঁচ বছরে বৈশ্বিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা দাঁড়াবে ২৬০ মিলিয়ন টিইইউ

বিশ্বজুড়ে কনটেইনার বন্দরের কর্মপরিধি বেড়ে চলেছে। নানারকম বাড়তি শুল্ক হারের বোঝা এবং বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে শঙ্কা থাকলেও ড্রিউরির মতে মোটের ওপর অর্থনীতির মূল খাতগুলো বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে পৃথিবীর সবকটি অঞ্চলে কনটেইনার ব্যবহারের হার বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে শিপিং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় ছয় শতাংশ আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি সূচকের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, পাঁচ বছরের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা দাঁড়াবে অন্তত ২৬০ মিলিয়ন টিইইউ।

গ্রন্থ পরিচয়–অফ দ্য ডিপ এন্ড: আ হিস্টোরি অব ম্যাডনেস অ্যাট সি

বাছাই সংবাদ

◆ দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় জাপানের পছন্দ মহেশখালী ◆ বে টার্মিনালের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধ ◆ মোংলা বন্দর দিয়ে রপ্তানি বেড়েছে ◆ গ্রিসে প্রথমবারের মতো কোনো বন্দর কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে নারী ◆ এলএনজি বাণিজ্যের প্রসারে অতিরিক্ত ট্যারিফ বন্ধ রাখতে ট্রাম্প-জাঙ্কার ঐকমত্য

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮

বহির্নোঙর: সমুদ্রবাণিজ্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রমধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে চট্টগ্রাম বন্দর। দেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক জাহাজ চলাচলও বেড়েছে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। জোয়ার-ভাটা নির্ভর কর্ণফুলী চ্যানেলের গভীরতার তারতম্যে বন্দরে আসা বড় মাদার ভেসেলগুলোর পণ্য বহির্নোঙরে খালাস করা হয়। বন্দরের মোট পণ্য হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের প্রায় অর্ধেকই সম্পন্ন হয় সেখানে। আর এককভাবে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে বহির্নোঙরের অংশীদারিত্ব প্রায় ৭০ ভাগ।

স্মৃতিপটে উজ্জ্বল মানুষ:

এই সময়ে একজন বাহার যেন একখানা ঝকঝকে তরবারি-পরশুরামের কুঠার; চারপাশের ঔদ্ধত্য ও পতনের বিরুদ্ধে খাঁটি ধাতুর ঝিলিক তুলে জানান দিচ্ছিল– না, খাটি মৌলিক মানুষ এখনো শেষ হয়ে যায়নি... সেদিনও দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ফুলকিতে ছিলেন, শিশুদের পুরস্কার দিয়েছেন। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সেই মানুষটি নেই তা ভাবা কঠিন।

গ্রন্থ পরিচয়–দ্য লাস্ট গ্রেইন রেস

বাছাই সংবাদ

◆ বন্দরে যুক্ত হলো আরও তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন ◆ বহির্নোঙরে জাহাজ নোঙরের নতুন নিয়ম ◆ বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৬৭ একর জমি বুঝে পেল বন্দর কর্তৃপক্ষ ◆ চট্টগ্রামের ১৭ প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী ◆ জাপানের বিনিয়োগে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরীতে তৈরি হবে সমুদ্রবন্দর ◆ কর্ণফুলীতে ১০ কিলোমিটার ড্রেজিং করবে পাউবো ◆ বঙ্গোপসাগরে তেল খালাসের এসপিএম তৈরির কাজ শুরু এ বছরেই

জানুয়ারি ২০১৯
বর্ষ ০৪, সংখ্যা ০১

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর মাসিক প্রকাশনা

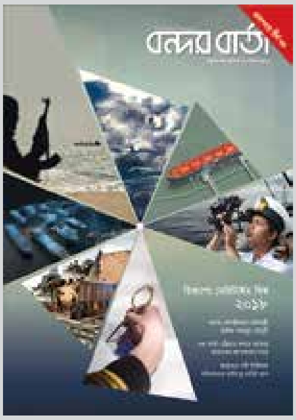

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ (ই), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
সাদেকা বেগম
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
রাকিব হাসান

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
উজ্জল আহমেদ
আবিদা হাফসা

ব্যবস্থাপনা
হাবিবা ইয়াসমিন

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কন্টেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন, ডিজাইন, প্রকাশনা:

এনলাইটেন ভাইবস
বাড়ি ৪, সড়ক ৭/বি, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৫৫২ ৩৫৫ ৫২০
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে 'গেটওয়ে এবং কানেকটিভিটি হাব' হয়ে উঠতে চায় বাংলাদেশ

প্রিয় পাঠক, নতুন বছরের আগমনের সাথে সাথে ছোট ছোট পদক্ষেপে বন্দরবার্তা পৌঁছে গেল চতুর্থ বছরে। বলতে দ্বিধা নেই, এই তিন বছরে বাংলা ভাষায় মেরিটাইম চর্চায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ সারথীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বন্দরবার্তা। বাংলাদেশে যেখানে মেরিটাইম চর্চা অপ্রতুল, নিয়মিত কোনো প্রকাশনা নেই; সেখানে তিন বছর ধরে বাংলা ভাষায় নিয়মিত এরকম একটি মেরিটাইম বিষয়ক প্রকাশনা উজ্জ্বল ব্যতিক্রমই বটে। আনন্দের কথা, যেই উদ্দেশ্য নিয়ে বন্দরবার্তার আগমন অর্থাৎ, মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট বিবিধ দিক ও বিষয় নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশে মেরিটাইম চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিগত বছরজুড়ে বাংলাদেশ সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং বিশেষ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে তারই প্রতিফলন দেখা গেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ তার রূপকথার পুনর্জাগরণীতে আরও একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। এইতো, ১৯৭২ সালেই যাকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে বাতিলের দলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই দেশটিই এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির সেরা দশ দেশের একটি। বিদ্যমান তিনটি শর্ত পূরণ করেই স্বল্পোন্নত (এলসিডি) দেশের কাতার থেকে বাংলাদেশ উঠে এসেছে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে। আমাদের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক থেকে পরিণত হয়েছে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে। ১৯৭২ সালে যেখানে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ৫৯.৬০ শতাংশ, ২০১৬ সালে সেটি নেমে আসে ১৪.৭৭ শতাংশে। অন্যদিকে, একই সময় পরিক্রমায় শিল্পখাতের অবদান ২৮.৭৬ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬.৪৫ শতাংশে।

এসব কিছুই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করেছে ঝুঁকিমুক্ত। ফলে এখনই উপযুক্ত সময় এখানে বিনিয়োগ বাড়ানোর। এতে বিনিয়োগকারী যেমন লাভবান হবেন, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকায় লাভবান হবে বাংলাদেশও। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক যে, সরকারি-বেসরকারি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন ক্রমশ বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মেরিটাইম খাতও। বর্তমানে মেরিটাইম এবং লজিস্টিকস অবকাঠামো উন্নয়নে অনেকগুলো বিনিয়োগ চলমান রয়েছে এবং আরও বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ব্লু-ইকোনমি নিয়ে সরকার বেশ বড় পরিকল্পনার দিকে এগুচ্ছে। দেশে মেরিটাইম শিক্ষা ও গবেষণার বিস্তৃতিও বাড়ছে। বেড়েছে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে এবং দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে 'গেটওয়ে এবং কানেকটিভিটি হাব' হয়ে উঠতে চায় বাংলাদেশ।

ঠিক এ মুহূর্তে বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্প একটি বড় পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে। বন্দর ও হিন্টারল্যান্ড কেন্দ্রিক কিছু অবকাঠামো এবং গভীর সমুদ্র বন্দরের সুবিধাসমৃদ্ধ পায়রা ও মাতারবাড়ি বন্দরের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি, সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক ইইজেড-এসইজেড-ইপিজেড গড়ে তুলছে সরকার। পতেঙ্গা টার্মিনালের কাজ শুরু হয়েছে, বে টার্মিনাল নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ চলছে। বন্দরে সংযুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বহরে আনা হচ্ছে অনেকগুলো নতুন জাহাজ। সম্ভাবনাময় ব্লু-ইকোনমির ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে গঠিত হচ্ছে 'ব্লু-ইকোনমি কর্তৃপক্ষ আইন'। এই পরিবর্তনে নিশ্চিত করেই বন্দরবার্তা প্রয়োজনীয় অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখবে।

প্রিয় পাঠক, একটি বছর চলে গেল, এই মুহূর্তে সবার আগ্রহ নতুন বছরের মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রিতে কেমন রূপান্তর ঘটবে তা নিয়ে। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের ঝোঁক, চীন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধ, মেরিটাইম সেক্টরে ক্রমবর্ধমান দূষণ কমাতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ, জ্বালানি নীতিমালা এবং ব্লকচেইন, স্ক্রাবার, বিটকয়েনের মতো প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে এ বছরও তা বলে দেওয়াই যায়। এসব বিষয়ই নির্ধারণ করে দেবে আগামীর মেরিটাইম শিল্পের রূপরেখা।

আমাদের মেরিটাইম চর্চা সমৃদ্ধ হোক আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে। বন্দরবার্তার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা তিন বছরের পথ পরিক্রমায় সাথে থাকার জন্য।

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

প্রধান রচনা

রিক্যাপ: মেরিটাইম বিশ্ব ২০১৮

০৮

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের ঝোঁক, চীন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধ, মেরিটাইম সেক্টরে ক্রমবর্ধমান দূষণ কমাতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ, জ্বালানি নীতিমালা এবং ব্লকচেইন, স্ক্রাবার, বিটকয়েনের মতো বিভিন্ন প্রযুক্তি ছাড়াও নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় ২০১৮ সালের মেরিটাইম দুনিয়া ছিল সরগরম। সদ্য সমাপ্ত বছরের এমন সব ঘটনা সংকলন নিয়েই আমাদের এবারের মূল আয়োজন।

সম্পাদকীয় ▪ ০৪

বন্দরবার্তার তৃতীয় বছর ▪ ০২
২০১৮ সালের মুখরিত বন্দরবার্তা

মুখর বন্দর ▪ ২০
- শুভ বার্তা: চট্টগ্রাম বন্দরে কমেছে জাহাজের অপেক্ষমান সময়
- ভারতের নদী টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্বে সামিট গ্রুপ
- বাংলাদেশে শিপ রিসাইক্লিং প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় চালু করছে আইএমও
- বন্দর সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট ব্যবসায়ীরা
- বিএসসির নতুন দুটি জাহাজ দৈনিক আয় করছে বিশ হাজার ডলার
- মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপিত
- বন্দর চেয়ারম্যানের সঙ্গে এফবিসিসিআই মেরিটাইম পোর্ট সদস্যদের সাক্ষাৎ
- পদোন্নতি পেলেন বন্দরের বেশ কিছু কর্মকর্তা

খতিয়ান ▪ ২৩
বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৮
গ্রন্থ পরিচয়: *এসেস অন পোর্ট ইকোনমিকস*
বন্দর পরিচয়: *তানজুং পেলেপাস বন্দর*
মেরিটাইম ফ্যাক্টস: *মাস্তুল*
ব্যক্তিত্ব: *কে তিনি?*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৪
- স্বয়ংক্রিয় জাহাজের নিরাপত্তায় চারটি ধাপ সুনির্দিষ্ট করেছে আইএমও
- টেলিকমিউনিকেশনস মেরিটাইম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করছে স্পেসএক্স
- মেরিন জ্বালানি হিসেবে মিথানল প্রসারে ভারতের প্রকল্প
- জাহাজ ব্যবস্থাপনায় এনওয়াইকের নতুন প্ল্যাটফর্ম
- আমূল পরিবর্তন আসতে পারে লাইনার শিল্পের প্রতিযোগিতায়
- কনটেইনারের জন্য বৈপ্লবিক স্টোরেজ র‍্যাক উন্মোচন ডিপি ওয়ার্ল্ডের
- কনটেইনার ইউটোপিয়া: ডিজিটালাইজ বহরে স্বাগতম
- ভারতের অ্যান্টিট্রাস্ট তদন্ত বাতিল চায় ডিপি ওয়ার্ল্ড
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বন্দরগুলোর প্রস্তুতি প্রয়োজন
- সমুদ্রে বিষাক্ত শেওলার বিস্তৃতি দূষণ ঘটাচ্ছে
- শিপ রিসাইক্লিং ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন
- নেভিগেশন সাপোর্ট সিস্টেম উন্নয়নে কাজ করছে মিতসুই ওএসকে লাইনস

০৬

স্বাগত নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মেরিটাইম সেক্টর মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নেও এই খাতটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লু ইকোনমিসহ সকল মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি যথাযথভাবে পরিচালনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। আর এই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যোগ দিয়েছেন খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

২০

বাংলাদেশে শিপ রিসাইক্লিং প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় চালু করছে আইএমও

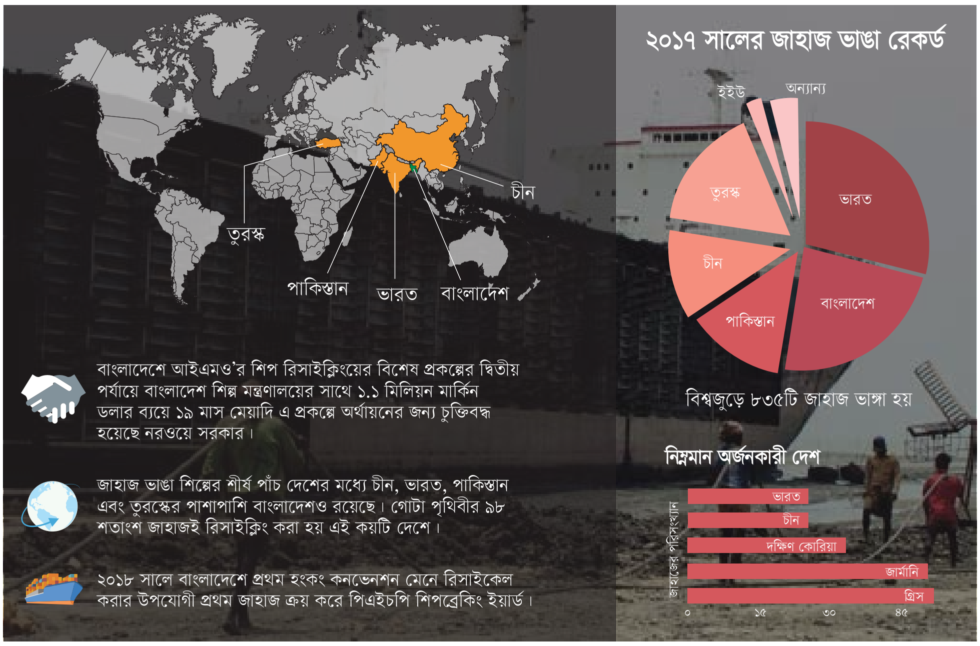

১২

বিশেষ রচনা

জাহাজের নোঙর-দুর্ঘটনা পরিহারে করণীয়

নৌপরিবহন শিল্পে নোঙর সংক্রান্ত দুর্ঘটনা একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রায়শই কোনো জাহাজের নোঙর বা শিকল খুলে অন্য জাহাজের সাথে সংঘর্ষ এবং গ্রাউন্ডিংয়ের মতো দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এতে দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে পারে। এ ছাড়া পণ্য পরিবহনে বিলম্ব, মূল্যবান যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন এবং যাত্রাপথের খরচ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ বিপত্তি ঘটে থাকে। এ ধরনের দুর্ঘটনা পরিহারে প্রয়োজন নোঙরের সঠিক পরিকল্পনা এবং একইসাথে এর রক্ষণাবেক্ষণ, বিশদ নজরদারি এবং পরিচালনায় মনোযোগী হওয়া।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মেরিটাইম সেক্টর মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের অবস্থান ধরে রাখতে ও উন্নত দেশের কাতারে প্রবেশের জন্য সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলোকেই প্রধান নিয়ামক হিসেবে অবতীর্ণ হতে হবে। সমুদ্র বন্দর থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ বন্দর ও নৌচলাচল, উপকূলীয় পর্যটন, লজিস্টিক এবং সাপ্লাই চেইনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়াও সম্ভাবনাময় ব্লু ইকোনমির বিস্তারে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট ২৬টি খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরি।

ব্লু ইকোনমিসহ সকল মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি যথাযথভাবে পরিচালনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। একাদশ জাতীয় সংসদে ৭ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যোগ দিলেন খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। টানা তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এই দায়িত্ব পেলেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর উন্নয়নের ধারা ধরে রাখাকেই চ্যালেঞ্জ মানছেন খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, "উন্নয়ন সূচকের ধারা বজায় রেখে সামনের এক শ বছরে উন্নত দেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে পরিকল্পনা তা বাস্তবায়নে কাজ করব। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ডেল্টা প্ল্যান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই গত ১০ বছরে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই এখন আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের মানুষের আমাদের প্রতি যে প্রত্যাশা আছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই প্রত্যাশা পূরণে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।"

খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কান্ডারির ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী।

জীবনী সংক্ষেপ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ১৯৭০ সালে ৩১ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার ধনতলা গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আব্দুর রৌফ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বিশিষ্ট রাজনৈতিক এবং সমাজসেবক হিসেবে খ্যাতিমান। আব্দুর রৌফ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মেদের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খালিদ মাহমুদ চৌধুরী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৯ সালে বি.কম. পাশ করার পর ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে ক্যাপস্টোন কোর্স সম্পন্ন করেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবন শুরু বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে। ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি। ২০০২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলে উপকমিটির সহসম্পাদক নির্বাচিত হন এবং সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বিশেষ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ উপজেলা) আসন থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০১২ সালে জাতীয় কাউন্সিলে দ্বিতীয়বারের মতো সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বার একই আসন হতে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৬ সালে ২২ অক্টোবর আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলে তৃতীয়বারের মতো তাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃতীয়বার তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নবম জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং দশম জাতীয় সংসদে রেলপথ ও সংসদ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। খালিদ মাহমুদ চৌধুরী রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছেন।

রিক্যাপ: মেরিটাইম বিশ্ব ২০১৮

বন্দরবার্তা ডেস্ক

বিষয়-বৈচিত্র্যে সেরা ঘটনা

বছরজুড়ে বেশ কিছু ঘটনায় যেমন আশাবাদী হয়েছে সবাই তেমনি হতাশা নিয়ে এসেছে কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা। নতুন প্রযুক্তির জয়গান যেমন ছিল তেমনি আমাদের বিরূপ আচরণের শোধ নিয়েছে প্রকৃতি। ২০১৮ সালে নারীদের উত্থান, জলদস্যুতা, নাবিকদের মানসিক স্বাস্থ্য, মেরিটাইম পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি ছিল মেরিটাইম সেক্টরে আলোচনার কেন্দ্রে। বছর শেষে আমরা হিসাব মিলাতে বসেছি-মোটের ওপর বছরটা কেমন গেল? সাফল্য নাকি ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হলো দিনশেষে।

ব্লকচেইনের দিন শুরু

আগামী দিনে বাণিজ্যের চেহারা বদলে দিতে পারে ব্লকচেইন। প্রযুক্তিনির্ভর মেরিটাইম খাতেও ইতিমধ্যে ব্লকচেইন প্রযুক্তি সফলভাবে কাজ করছে। ২০১৮ সালে যৌথভাবে এ প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে বৃহত্তম কনটেইনার শিপিং কোম্পানি মায়ের্স্ক এবং তাদের টেকনোলজি পার্টনার আইবিএম। নিরাপদ এবং পারস্পরিক তথ্য শেয়ারিংয়ের উপযোগী ডেটাবেইজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এ প্রযুক্তি। নির্দিষ্ট কোনো এক পক্ষ বা ব্যক্তি এটি পরিচালনা করে না বলে বাণিজ্যে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পেপারওয়ার্কের জটিলতা, সময় এবং খরচ কমিয়ে আনে ব্লকচেইন। বিএলওসি ব্লকচেইন কনসোর্টিয়াম গঠনের ফলে বাঙ্কার ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন পথ খুলে গেছে। অফশোর ড্রিলিং খাতে কাজ করছে বিশ্বের প্রথম ব্লকচেইন ড্রিলিং সার্ভিস। মেরিন ইন্স্যুরেন্সে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্ম। অপারেশনাল কাজের সুবিধার্থে অ্যান্টওয়ার্প, ব্রিসবেনের মতো প্রথম সারির বন্দরগুলোও এ প্রযুক্তি চালু করেছে। খনিজ তেল ও গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে এ বছর প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ অপারেশনাল এবং এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে বিপি, ইকুইনর, শেল, গানভর এবং মারকারিয়ার মতো শীর্ষস্থানীয় জ্বালানি প্রতিষ্ঠানগুলোর কনসোর্টিয়াম।

মুক্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গ্লোবাল শিপিং বিজনেস নেটওয়ার্ক (জিএসবিএন) গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত নভেম্বরে সিএমএ সিজিএম, কসকো শিপিং, এভারগ্রিন মেরিন, ওওসিএল, ইয়াংমিংসহ নয়টি প্রতিষ্ঠিত নৌপরিবহন সংস্থা এবং টার্মিনাল অপারেটর প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সামনের দিনগুলোতে এই নয়া প্রযুক্তি আরও বেশি করে ভূমিকা রাখবে, এ কথা তাই নিশ্চিত করেই বলা যায়।

নারীর জয়রথ

ঐতিহ্যগতভাবে নৌপরিবহন খাত পুরুষদের হাতেই পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি এ চিত্র বদলে যেতে শুরু করেছে। ২০১৮ সালে আইএমওর স্বীকৃতি লাভের পর মেরিটাইম খাতে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে উইসটা। যুক্তরাজ্যে লৈঙ্গিক বৈষম্য কমাতে উইমেন ইন মেরিটাইম প্লেজ নামের বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছে প্রধান ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো। পাশাপাশি উইমেন ইন মেরিটাইম চার্টারও চালু করেছে দেশটি। এ বছর নারী ক্যাপ্টেনদের সংখ্যা বেড়েছে লক্ষণীয় হারে। প্রথম নারী ক্যাপ্টেন হিসেবে সাউদাম্পটনভিত্তিক ফেরি অপারেটর রেড ফানেলে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যালিস ডানকান। এইডাসল এর প্রথম নারী ক্যাপ্টেন হিসেবে নিকোল ল্যাঙশকে বেছে নিয়েছে এইডা। ক্যাপ্টেন তাতিয়ানা প্লেতেনা নিয়োগ পেয়েছেন বিডব্লিউ জিডিএফ সুয়েজ এভারেস্টে। গ্রিসের ফেরি অপারেটর হেলেনিক সিওয়েজের বাণিজ্যিক জাহাজে প্রথমবারের মতো নিয়োগ পেয়েছেন নারী ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ার। উইসটা'র সদস্যদের উপস্থিতিতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে দেশের প্রথম পাঁচজন নারী মাস্টার মেরিনারকে সংবর্ধনা দিয়েছে মাল্টা।

বাণিজ্যিক ক্রুজ ইন্ডাস্ট্রির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ক্যাপ্টেন বেলিন্ডা বেনেটকে অসাধারণ পেশাজীবনের জন্য মার্চেন্ট নেভি পদকে সম্মানিত করেছে ইউকে এমসিএ। জাহাজ পরিচালনা ছাড়াও বেশ কিছু নীতিনির্ধারক পদে উঠে এসেছেন নারীরা। গ্রিক দ্বীপ আইল্যান্ড অব চিওসের হেড অব পোর্ট অথরিটি পদে আইরিনি আরজিরিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইএমসিএ এর পরবর্তী নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আসছেন মাজা মারকোভচিচ কোস্তেলাক, বিমকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন সাদান কাপতানোগলু, ২০১৯ সালের প্রথম দিন থেকে সিঙ্গাপুর বন্দরের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন মিসেস কুয়াহ লি হুন। স্পেনে হয়ে গেল মৎস্য আহরণ খাতে কর্মরত নারীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ওদিকে, উইসটা'র হিসাবে মেরিটাইম শিল্পে সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ নারী কর্মী নিয়ে লিঙ্গসমতায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে নরওয়ে। নৌবাণিজ্যে লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করতে তৎপর আইএমও। এর অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম দিবসের প্রধান প্রতিপাদ্য হতে যাচ্ছে মেরিটাইম খাতে নারীর ক্ষমতায়ন।

ঘটনা-দুর্ঘটনার বছর

জানুয়ারি মাসে ১,৩৬,০০০ টন আকরিক তেল নিয়ে ইরান থেকে দক্ষিণ কোরিয়া যাচ্ছিল ন্যাশনাল ইরানিয়ান ট্যাংকার কোম্পানি পরিচালিত পানামা রেজিস্টার্ড জাহাজ সাঁচি। সাংহাই উপকূলে বাল্ক জাহাজ সিএফ ক্রিস্টালের সাথে আচমকা সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যায় সাঁচিতে। এক সপ্তাহের বেশি সময় জ্বলে শেষ পর্যন্ত ডুবে যায় জাহাজটি। জাহাজে থাকা ৩২ জন নাবিকের সকলে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেন। সাগরে তেল ছড়িয়ে পড়ায় বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে অন্যতম ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় নেমে আসে সাংহাই উপকূলে।

মার্চে সুয়েজের পথে থাকাকালীন ১৪,০০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার মায়েস্ক হোনামের কার্গো হোল্ডে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। ২২ নাবিককে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও এ ঘটনায় পাঁচ জন নিহত হন।

অতিরিক্ত যাত্রী বহন করায় তানজানিয়ার লেক ভিক্টোরিয়ায় ডুবে যায় ফেরি এমভি নাইরের। এতে মারা যান অন্তত ২২৪ জন।

২০১৪ সালে সিউল ফেরিডুবি ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ নৌ দুর্ঘটনা। গত আগস্টে আট সদস্য বিশিষ্ট উচ্চপর্যায়ের তদন্তকারী দল আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বছরব্যাপী তদন্ত শেষে এ বিপর্যয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পায়নি কর্তৃপক্ষ। ফলে অনেক প্রশ্নের জবাব আপাতত মিলছে না। ৩০৪ জন নিহত হয় এ ঘটনায়, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্কুল শিক্ষার্থী।

এল ফারো এর তিন বছর

২০১৫ সালে বাহামা সাগরে ঝড়ের মুখে ডুবে গিয়েছিল মার্কিন পতাকাবাহী জাহাজ এল ফারো। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিটাইম ব্যবস্থাপনার ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দেওয়া এ ঘটনা নিয়ে ২০১৮ সালের শুরুতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এনটিএসবি। প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্যোগ পরিস্থিতির গভীরতা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে ক্যাপ্টেনের ব্যর্থতার কারণেই এ ট্র্যাজেডি ঘটে। দুর্ঘটনার তিন বছর পার হয়ে গেলেও এ নিয়ে তদন্ত এবং গবেষণা এখনো চলছে। এল ফারোর পরিণতি নিয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে এনটিএসবি, জাহাজডুবির ঘটনায় ব্যর্থতা আর সুপারিশ নিয়ে সচিত্র রিপোর্টও প্রকাশ করবে তারা। এর আগে মার্কিন কোস্ট গার্ডের তদন্তেও ঘূর্ণিঝড় সামলাতে ক্যাপ্টেনের কর্মতৎপরতার অভাব, আবহাওয়ার সর্বশেষ তথ্য ব্যবহারে ব্যর্থতা এবং নাবিকদের মধ্যে সমন্বয়হীনতাকে এ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা বৃদ্ধি

পাঁচ বছর মোটামুটি শান্ত থাকার পর ২০১৭ সালে সোমালিয়ান উপকূলে জলদস্যুদের পুনরুত্থান দেখেছে বিশ্ব। আর ২০১৮ জুড়ে আফ্রিকার পশ্চিমেও এই উপদ্রব শুরু হয়েছে। গিনি উপসাগর বিশেষ করে নাইজেরিয়ার পানিতে জাহাজ এবং নাবিকদের ঝুঁকি বাড়ছে। এ বছরের শুরুতেই জানুয়ারি মাসে বেনিন উপকূলে নোঙর করা অবস্থায় হারিয়ে যায় ট্যাঙ্কার এমটি বেরেট, পরে এটি ছিনতাইয়ের খবর নিশ্চিত করে জলদস্যুরা। পরের মাসে হামলার শিকার হয় আরেক ট্যাঙ্কার দ্য মেরিন এক্সপ্রেস। জাহাজগুলোকে ছাড়িয়ে আনা গেলেও এ অঞ্চলের সমুদ্র নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়ে যায় ঘটনা দুটি। আইএমবি'র হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালের প্রথম নয় মাসে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জাহাজে ঘটে যাওয়া ১৫৬টি সশস্ত্র হামলা ও ডাকাতির ঘটনার ৫৭টিই হয়েছে গিনি উপসাগরে। এ অঞ্চল থেকে সাতটি আলাদা ঘটনায় মোট ৩৭ জন নাবিককে অপহরণ করেছে জলদস্যুরা। ওদিকে সদ্যবিদায়ী বছরের প্রথম দশ মাসে এশিয়াতে মোট ৭০টি হামলা বা হামলার চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি সফল হলেও ১৪টি হামলা ব্যর্থ হয়।

গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মেরিটাইম ল কনভেনশন ২০০৬ এর অধীনে নতুন এক প্রস্তাবনা পেশ করে আইএলও'র বিশেষ কমিটি। জাহাজে সশস্ত্র হামলায় যেসব নাবিক জলদস্যুদের হাতে আটক হবেন, বন্দীদশায় তাদের নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় পদক্ষেপ

সমুদ্রযাত্রায় পরিবার, বন্ধু-স্বজন বিচ্ছিন্ন জীবন কাটে একজন নাবিকের। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একঘেয়ে যাত্রায় জাহাজের একটা যান্ত্রিক অংশে পরিণত হন তারা। মানসিক শক্তি বাড়াতে নাবিকদের জীবনমান উন্নয়ন, বিনোদন, বিশ্রাম নিয়ে বেশ জোরেশোরে আওয়াজ উঠেছে ২০১৮ সালে। এ বছরের ২৫ জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হওয়া নাবিক দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল নাবিকের কল্যাণ। ক্লান্তিকর দীর্ঘ নৌযাত্রা নিরাপদ রাখতে নৌপেশাজীবীদের জন্য যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এবং আইটিএফ সিফেয়ারার্স ট্রাস্ট। নাবিকের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে শিপিং কোম্পানিগুলোকে নির্দিষ্ট গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছে ইউকে চেম্বার অব শিপিং, নটিলাস ইন্টারন্যাশনাল এবং দ্য ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেল, মেরিটাইম অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স।

বছর ধরে অধিগ্রহণ, সংযোজন আর কোম্পানির রূপবদল

প্রতিযোগিতার বাজারে এগিয়ে থাকতে জোট গঠন এবং অধিগ্রহণের দিকে ঝুঁকেছে নৌবাণিজ্যের প্রভাবশালী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কনটেইনার পরিবহন এবং লজিস্টিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ফিনিশ কনটেইনারশিপসকে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে ফরাসি শিপিং প্রতিষ্ঠান সিএমএ সিজিএম। চীনের ওরিয়েন্ট ওভারসিজ কনটেইনার লাইনস (ওওসিএল) একীভূত হয়েছে কসকো এবং এসআইপিজির সাথে। রোলস-রয়েসের বাণিজ্যিক মেরিন শাখাটি কিনে নিয়েছে কংসবার্গ। ফিনল্যান্ডের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওয়ার্টসিলা একত্রিত হয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ট্রানসাসের সাথে। ফরাসি সরকারের কাছ থেকে এসটিএক্স ফ্রান্সের ৫০ শতাংশ শেয়ার কিনেছে ইতালীয় জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফিনক্যানতিয়েরি। সংযুক্ত হয়েছে অফশোর ভেসেল খাতের দুই বৃহৎ মার্কিন প্রতিষ্ঠান টাইডওয়াটার এবং গালফমার্ক, গঠন করেছে অফশোর ভেসেলের বৃহত্তম বহর।

উত্তাল আটলান্টিক

বছরজুড়ে আটটি হারিকেনের উৎপত্তি হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে, যার মধ্যে দুটি ছিল ক্যাটাগরি চার মাত্রার। মৌসুমের প্রথম ঝড় হিসেবে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে আছড়ে পড়ে ক্যাটাগরি ওয়ান হারিকেন বেরিল। একই মাসে নর্থ ক্যারোলিনায় আঘাত হানে হারিকেন ক্রিস। তবে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পর পর দুটি চতুর্থ মাত্রার হারিকেন ফ্লোরেন্স ও মাইকেলের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে ইউকাটান পেনিনসুলায় হারিকেন মাইকেলের প্রভাব ছিল বেশ ভয়াবহ। ৪৬ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি লন্ডভন্ড হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের চারটি রাজ্য এবং মেক্সিকোর বেশ কিছু এলাকা। ১৯৬৯ সালের পর এবারই প্রথম পাঁচটির বেশি, মোট সাতটি সাবট্রপিক্যাল ঝড় উৎপন্ন হয়েছে আটলান্টিকে। ব্যস্ত নৌরুটে ঘন ঘন দুর্যোগের ফলে বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপৎসংকুল হয়ে উঠেছিল এ সময়।

এলএনজি প্রপালশন ও বাঙ্কারিংয়ের ক্রমবিস্তার

কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এলএনজি। কার্নিভাল কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ এলএনজি চালিত পর্যটন জাহাজে জ্বালানি সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে শেল। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলোতে যাতায়াত করা জাহাজে নির্বিঘ্নে এলএনজি সরবরাহের সুবিধার্থে বাঙ্কার বার্জ স্থাপন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। কোয়ালিটি লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস ট্রান্সপোর্ট এলএলসি (কিউ-এলএনজি) এর জন্য আর্টিকুলেটেড টাগ বার্জ (এটিবি) নির্মিত হচ্ছে মিসিসিপির ভিটি হল্টার মেরিন শিপইয়ার্ডে। এলএনজি চালিত কন-রো (কনটেইনার-রো রো) জাহাজ ব্যবহার শুরু করেছে ক্রাউলি মেরিটাইম। উত্তর আমেরিকায় নির্মিত প্রথম এলএনজি বাঙ্কার বার্জ দ্য ক্লিন জ্যাকসনভিলের নির্মাণকাজ শেষ করেছে কনরাড ইন্ডাস্ট্রিজ। দক্ষিণ কোরিয়ার দুই শিপইয়ার্ডে মোট ৫২টি এলএনজি ক্যারিয়ার ভেসেল তৈরির কার্যাদেশ দিয়েছে চীন। গেল বছরটি আভাস দিয়ে গেছে, সামনের দিনগুলো হবে ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের যুগ। মহেশখালীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশও এতে শামিল হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষায় বেড়েছে সচেতনতা

মানুষের বাসযোগ্য একমাত্র গ্রহটির সুরক্ষায় গত বছর মেরিটাইম সেক্টরে বেশ কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সেসব সিদ্ধান্তকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর করার চ্যালেঞ্জ ছিল বছরটিতে। ২০১৮ সাল জুড়ে মেরিটাইম দুনিয়াকে সরগরম করে রেখেছিল ২০২০ সালফার ক্যাপ, স্ক্রাবার, এলএনজি, কার্বন নিঃসরণ বন্ধের মতো বিষয়গুলো।

এমইপিসি ৭২ এবং ৭৩

২০১৮ সালের এপ্রিল এবং অক্টোবর মাসে আইএমও'র অধীনস্থ মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির ৭২ এবং ৭৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের তুলনায় ২০৫০ সালে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ অন্তত ৫০ ভাগ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে কাজ শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয় এমইপিসি ৭২ থেকে। প্যারিস চুক্তি মোতাবেক কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে তৎপর রয়েছে আইএমও। এমইপিসি ৭৩ থেকে মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রির জন্য বেশ কয়েকটি সুদূরপ্রসারী নির্দেশনা আসে। সালফার ক্যাপ ২০২০ অর্জন নীতিমালা, নন-কমপ্লায়েন্ট ফুয়েল নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি জ্বালানি তেল সরবরাহকারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ঠিক করে দেওয়া হয় এতে।

২০২০ সালফার ক্যাপ

নিঃসন্দেহে নৌবাণিজ্যে পরিবেশ সুরক্ষায় ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে '২০২০ সালফার ক্যাপ'। ২০২০ সালের প্রথম দিন থেকে বায়ুমণ্ডলে সালফার নির্গমনের হার বর্তমান ৩.৫ শতাংশ থেকে ০.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে কাজ করছে মেরিটাইম শিল্প। আইএমও'র বেঁধে দেওয়া এই লক্ষ্যমাত্রা কেমন করে অর্জিত হতে পারে, সম্ভাব্য সমাধান অথবা গৃহীত পদক্ষেপগুলো কতটা কার্যকরভাবে শিপিং ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা করে নিতে সক্ষম। বিভিন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নৌবাণিজ্য সংস্থাগুলো বছরজুড়েই এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। আইএমও'র ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২০ সালের ১০ মার্চ থেকে জাহাজের প্রপালশন অথবা অপারেশনাল কোনো কাজেই সালফারসমৃদ্ধ জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে না। তবে জাহাজে ক্ষতিকর গ্যাস পরিশোধনকারী এক্সহস্ট গ্যাস ক্লিনিং সিস্টেম (ইজিসিএস) থাকলে অবশ্য সেগুলো এ নিয়মের বাইরে যেতে পারবে।

আন্তর্জাতিক শিপিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রতিদিন ছয় থেকে আট মিলিয়ন ব্যারেল জ্বালানি তেল প্রয়োজন হয়। এই বিপুল পরিমাণ সালফারবিহীন মেরিন গ্যাস অয়েল উৎপাদন করতে হলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে তেল কোম্পানিগুলো। এমইপিসি ৭৩ সভায় এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশ।

স্ক্রাবারের চাহিদা ঊর্ধ্বগামী

গ্লোবাল মার্কেট ইনসাইটের জরিপ অনুযায়ী, বিভিন্ন জাহাজে স্ক্রাবার সিস্টেম চালু করতে ২০২৪ সালের মধ্যে অন্তত আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করবে বিশ্ব নৌবাণিজ্য। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতেই মায়ের্স্ক জানিয়েছে, তারা আগামীতে নিম্নমাত্রার সালফার ফুয়েল ব্যবহার করবে। পাশাপাশি নিজেদের বেশ কয়েকটি জাহাজে স্ক্রাবারের মতো বর্জ্য গ্যাস পরিশোধক প্রযুক্তি বসাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। একই পথে হাঁটছে সিএমএ সিজিএম। লো সালফার ফুয়েল, স্ক্রাবার সিস্টেম রাখার পাশাপাশি নির্মিতব্য নয়টি জাহাজে জ্বালানি হিসেবে কেবল এলএনজি ব্যবহার করবে ফরাসি শিপিং প্রতিষ্ঠানটি। ১৩,০০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার দশটি হামবুর্গ ক্লাস কনটেইনার জাহাজের প্রত্যেকটিতে হাইব্রিড-রেডি স্ক্রাবার লাগাচ্ছে হ্যাপাগ-লয়েড। ভূমধ্যসাগরে মালামাল পার করা ১২টি ফেরিতে স্ক্রাবার বসিয়েছে ডিএফডিএস। জিওজিএল, ডানাওস, এমপিসি, টর্ম, ফ্রন্টলাইন, সিনার্জির মতো আন্তর্জাতিক শিপিং প্রতিষ্ঠানগুলোও ইতিমধ্যেই তাদের জাহাজের জন্য বেছে নিয়েছে স্ক্রাবার।

তবে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, ওপেন লুপ স্ক্রাবার (ওএলএস) বর্জ্য গ্যাসকে সালফারমুক্ত করে বটে, তবে এর বর্জ্য পানিতে সালফিউরিক এসিড, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এবং ভারী ধাতুর এক অত্যন্ত বিষাক্ত মিশ্রণ যোগ করে। ফলে দূষণ বায়ুমণ্ডলে নয়, সোজা সমুদ্রের পানিতে গিয়ে পড়ে যা মেরিন ইকো সিস্টেমের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

আর্কটিকে নতুন নৌপথ

বৈরী আবহাওয়ার কারণে আর্কটিককে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং নৌপথগুলোর অন্যতম বলে ধরা হয়। তবে যাত্রায় সময় অনেক কম লাগে বলে বাণিজ্যিক নৌপথ হিসেবে খুলে দেওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে রুটটি। গত সেপ্টেম্বরে এই রুটে পূর্ব ইউরোপ থেকে উত্তর ইউরোপে পৌঁছেছে প্রথম বাণিজ্যিক কনটেইনার ভেসেল ভেনটা মায়ের্স্ক। এটমফ্লোটের নিউক্লিয়ার আইসব্রেকার 'ফিফটি ইয়ারস অব ভিক্টোরি'র প্রহরায় সফলভাবে সম্পন্ন হয় এ যাত্রা। পরবর্তীতে এ পথ ব্যবহার করে দীর্ঘ যাত্রায় গিয়েছে আরও বহু নৌযান। নর্দার্ন সি রুট দিয়ে জাপান-বাল্টিক পথে চলাচল করবে ইএসএলের বাল্ক ক্যারিয়ার ভিকি। চীনের লিয়াইয়ুনগ্যাং বন্দর থেকে আর্কটিক হয়ে বেরিং প্রণালি পেরিয়ে রাশিয়া উপকূলে পৌঁছেছে কসকো'র তিয়ান এন। অপর কোনো আইস ব্রেকিং জাহাজের সাহায্য ছাড়াই দ্রুততম সময়ে উত্তর সাগরের নৌপথ পার হওয়ার রেকর্ড গড়েছে সভকমফ্লোটের আইসব্রেকার এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রিস্টোফ ডি মার্জারি।

তবে জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ট্রান্স আর্কটিক শিপিংয়ের ফলে নির্গত বায়ু বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করে তুলতে পারে। ফলে এখানকার বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

ভেসেল ইনসিডেন্টাল ডিসচার্জ অ্যাক্ট (ভিডা)

এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি'র দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বরে ইউএসসিজি অথরাইজেশন আইনের ১৪০ নম্বর উপধারায় স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জলসীমায় ব্যালাস্ট ওয়াটার নির্গমন প্রক্রিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থাকবে। বেঁধে দেওয়া নিয়ম জলযানগুলো ঠিকমতো মানছে কিনা, সেটি তদারক করবে মার্কিন কোস্ট গার্ড। ক্লিন ওয়াটার অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যালাস্ট ওয়াটারের পাশাপাশি অন্যান্য বর্জ্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার ওপরেও যৌথভাবে নজর রাখবে দেশটির কোস্ট গার্ড এবং ইপিএ।

কপ ২৪

গত ডিসেম্বরে পোল্যান্ডে হয়ে গেল জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দপ্তরের ২৪তম কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস, সংক্ষেপে কপ ২৪। ১৫টি প্রথম সারির আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশগ্রহণে এ সভায় ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ কার্যকরের নিয়মকানুন চূড়ান্ত হয়। সম্মেলনে ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত জাতিসংঘের জলবায়ু তহবিলে পর্যায়ক্রমে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের ঘোষণা দেয় বিশ্ব ব্যাংক। প্যারিস চুক্তি ঠিকমতো মানা হলে গোটা বিশ্বের গড় তাপমাত্রা কমবে অন্তত তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উৎকর্ষতায় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী

অটোমেশন আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসারে নৌবাণিজ্যের সনাতন চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। ওদিকে এসব প্রযুক্তির দুর্বলতাগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে হ্যাকাররা। বড় ধরনের বেশ কয়েকটি সাইবার হামলার পর নিরাপত্তা বিধানে আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্ভাবন, সেগুলোর বাস্তবায়ন আর ডিজিটাইজেশনে ব্যস্ত সময় পার করেছে মেরিটাইম প্রযুক্তির দুনিয়া।

জায়গা করে নিচ্ছে স্বয়ংক্রিয় টার্মিনাল

দক্ষ অপারেশন এবং অধিক উৎপাদনশীলতার লক্ষ্যে অটোমেশনের দিকে ঝুঁকছে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি। কনটেইনারবাহী জাহাজের কলেবর দিন দিন বাড়ছে। দানবাকৃতির এসব জলযানের চাহিদা পূরণে দরকার হচ্ছে বিশালাকৃতির ক্রেন, বার্থ। এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয় টার্মিনালকে বেছে নিচ্ছে শীর্ষস্থানীয় টার্মিনাল অপারেটরগুলো। সাংহাইয়ের ইয়াংশান গভীর সমুদ্র বন্দরে ২.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম অটোমেটেড টার্মিনাল। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এ টার্মিনালের মাধ্যমে বছরে ৬.৩ মিলিয়ন টিইইউ কনটেইনার আনা-নেওয়া করা যাবে। পুরোদমে কাজ করছে চীন তথা গোটা এশিয়ার প্রথম অটোমেটেড টার্মিনাল কিংদাও নিউ কিয়ানওয়ান কনটেইনার টার্মিনাল। ইয়ারা নদীর তীরে মেলবোর্ন বন্দরে চালু হয়েছে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভিক্টোরিয়া কনটেইনার টার্মিনাল। এখানকার ৬৬০ মিটার দীর্ঘ বার্থে একই সাথে দুটি নিও-প্যানাম্যাক্স জাহাজকে সেবা দেওয়া সম্ভব। সবচেয়ে বেশি প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব কনটেইনার টার্মিনালের স্বীকৃতি পেয়েছে পোর্ট অব রটারড্যামের এপিএম কনটেইনার টার্মিনাল। এখানে রয়েছে ব্যাটারিচালিত এবং দূর-নিয়ন্ত্রিত শিপ-টু-শোর ক্রেন। আছে ৫৪টি পুরোপুরি অটোমেটেড রেল মাউন্টেড গ্যান্ট্রি ক্রেন। অনসাইট বায়ুকলের টারবাইনের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে এ টার্মিনালের কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

মেরিটাইম আইটি খাত এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে যে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে অটোমেশনও পরিচালনা করা যাচ্ছে। মেশিন লার্নিংয়ের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় জাহাজগুলো মানুষের কোনো রকম সংস্পর্শ ছাড়াই নিরাপদে সমুদ্রযাত্রা পরিচালনায় সক্ষম। সাধারণ সমস্যা মোকাবিলায় অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করে জাহাজের কম্পিউটার। আর হঠাৎ কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে ছবি, অডিও এবং ভিডিও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করবে এআই।

আইস ক্লাস কনটেইনার জাহাজ উইন্টার প্যালেসে মেরিন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠান সি মেশিন রোবোটিকসের সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখছে ডেনিশ শিপিং লাইন এপি মোলার মায়ের্স্ক। অপারেশনাল কাজ আরও গতিশীল করতে এ জাহাজে সি মেশিন কোম্পানির কম্পিউটার ভিশন, লাইট ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং (লাইডার) এবং পারসেপশন সফটওয়্যার ইন্সটল করা হচ্ছে। এগুলোর সেন্সর থেকে বস্তু শনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিং সুবিধাও পাওয়া যাবে।

মেক্সিকো উপসাগরে বিপি'র থান্ডার হর্স অয়েল প্ল্যাটফর্মের সাথে সমুদ্র তলদেশকে সংযুক্ত করার মতো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করেছে ম্যাগি নামের একটি রোবট। রোবটের ম্যাগনেটিক ক্রলার বা চৌম্বক হাতল ব্যবহার করে মূল অংশটি সম্পন্ন করা হলেও এখানে আল্ট্রাসোনিক টেস্ট ডিভাইস এবং উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা দ্বারা রিগ, প্ল্যাটফর্ম এবং পাইপলাইনের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল মুদ্রায় চলেছে বাণিজ্য

অনলাইনে লেনদেনের নবতম পদ্ধতি হিসেবে এসেছে কাগজবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি, যার মাধ্যমে বিনিয়োগ থেকে শুরু করে অর্থ স্থানান্তর পর্যন্ত করা যাচ্ছে। ২০০৯ সালে ব্লকচেইন ব্যবহার করে প্রথমবার আলোর মুখ দেখে বিটকয়েন। সহজ ট্রান্সফার সুবিধা এবং নোট জালের ঝুঁকিমুক্ত হওয়ায় খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিভিন্ন ভার্চুয়াল মুদ্রা। নিজস্ব ব্লকচেইন প্রযুক্তির পর দ্রুত লেনদেনের জন্য এবার আলাদা ভার্চুয়াল মুদ্রা নিয়ে এসেছে দুবাই বন্দর। ইএমক্যাশ নামের এ ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে বিভিন্ন শুল্ক পরিশোধে জটিলতা কমার পাশাপাশি পণ্য আনা-নেওয়ায় অযথা সময় অথবা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের হার কমে আসবে। নাবিকদের বেতনভাতা দিতে নিজস্ব ডিজিটাল কারেন্সি ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছে জাপানি প্রতিষ্ঠান এনওয়াইকে। ইথিরিয়াম ব্লকচেইনের সাহায্যে ক্রিপ্টোকারেন্সিভিত্তিক লেনদেন সম্পন্ন করেছে হংকংয়ের ব্লকচেইন প্রতিষ্ঠান ৩০০ কিউবিট। এই পরীক্ষামূলক শিপমেন্টের মাধ্যমে দুইটি চল্লিশ ফুটি কনটেইনার মালয়েশিয়া থেকে ব্রাজিলে পাঠানো হয়।

সাইবার হামলা

বছরের সবচেয়ে বড় সাইবার হামলার শিকার হয় শিপিং জায়ান্ট কসকো। জুলাইয়ে ঘটে যাওয়া এ হামলার ফলে প্রায় এক সপ্তাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে লং বিচ বন্দরে প্রতিষ্ঠানটির নিত্যকার অপারেশন কাজ বিঘ্নিত হয়। এ সময় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির মুখে পড়ে চীনা প্রতিষ্ঠানটি। গেল বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয় স্প্যানিশ এবং মার্কিন দুটি বন্দর। হামলার ফলে বার্সোলোনা বন্দরে কেবল অভ্যন্তরীণ আইটি কার্যক্রম ব্যাহত হলেও পোর্ট অব স্যান ডিয়েগোর নিত্যদিনের কর্মব্যস্ততা প্রায় থেমে যায়। এ ছাড়া সাইবার হামলার মুখে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার জাহাজনির্মাতা প্রতিষ্ঠান অস্টাল।

স্বভাবতই এ ধরনের হামলা ঠেকাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সাইবার স্ট্র্যাটেজিতে স্বাক্ষর করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজেদের অনলাইন নিরাপত্তা জোরদার করতে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে কংসবার্গ এবং কেপিএমজি। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থার সাথে মিলে 'গাইডলাইনস অন সাইবার সিকিউরিটি অনবোর্ড শিপস' এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে বিমকো। সিঙ্গাপুরে চালু হয়েছে প্রথম আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সাইবার সেন্টার অব এক্সেলেন্স। অনলাইন নিরাপত্তায় বিশেষায়িত কেন্দ্র চালু করেছে কসকো এবং নেভিস। একই প্ল্যাটফর্মে সকল সেবা পেতে ইউরোপিয়ান মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডোর খসড়া রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

বাড়ছে ড্রোনের ব্যবহার

নৌবাণিজ্যের জগতে নজরদারি বাড়াতে আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল, সংক্ষেপে ড্রোনের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। জাহাজের ক্লাস নিরীক্ষায় ড্রোন ব্যবহারের নীতিমালা প্রকাশ করেছে ক্লাসএনকে। সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনে ড্রোন ব্যবহারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে দ্য ইউকে এমসিএ এবং রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউশন। পাঠ্যসূচিতে পৃথক বিষয় হিসেবে ড্রোন টেকনোলজিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে অস্ট্রেলিয়ান মেরিটাইম কলেজ। বন্দরে আগত জাহাজগুলো বর্তমান সালফার নীতিমালা মেনে চলছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে ড্রোন ব্যবহার করছে নরওয়ে। এদিকে, ড্রোন অপারেশনকে নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব রাখতে কাজ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

জাহাজের নোঙর-দুর্ঘটনা পরিহারে করণীয়

জাহাজ নোঙর করা বেশ জটিল এক প্রক্রিয়া, বিশেষত ব্যস্ত অ্যাংকরেজ বা বন্দরগুলোতে, যেখানে জাহাজের সংখ্যা বন্দরের ধারণক্ষমতার তুলনায় বেশি। স্রোত কিংবা একটু খারাপ আবহাওয়াতেই জাহাজের নোঙর খুলে গুরুতর কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই নোঙর-দুর্ঘটনা পরিহারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়, নিতে হয় বিশেষ নোঙর-পরিকল্পনা।

নৌপরিবহন শিল্পে প্রায়শই কোনো জাহাজের নোঙর বা শিকল খুলে অন্য জাহাজের সাথে সংঘর্ষ এবং গ্রাউন্ডিংয়ের মতো দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। নোঙর সংক্রান্ত দুর্ঘটনা একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এতে দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে পারে। এ ছাড়া পণ্য পরিবহনে বিলম্ব, মূল্যবান যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন এবং যাত্রাপথের খরচ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ বিপত্তি ঘটে থাকে।

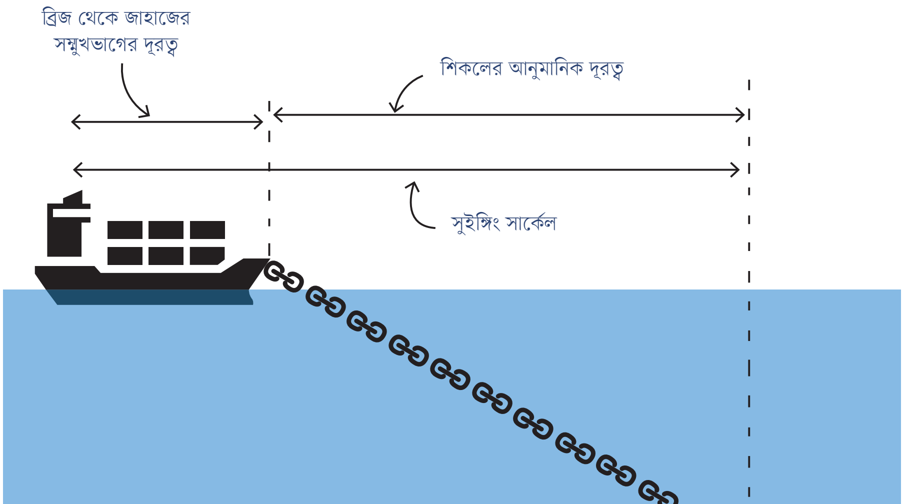

নিরাপদে জাহাজ নোঙর করতে সুইঙ্গিং সার্কেল নির্ধারণ এবং জাহাজের অবস্থান নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন

নোঙর-দুর্ঘটনার ধরন

জাহাজের নোঙর সংক্রান্ত সমস্যা অনেকটাই টেকনিক্যাল বিষয়াদির ওপর নির্ভর করে। যেমন–শিকল ও নোঙরের আকার, ওজন, ধরন এবং নোঙরের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির (উয়িঞ্চ, শিকলের জোড়, স্টপার ইত্যাদি) অবস্থার কারণে নোঙরের সময় সমস্যা তৈরি হতে পারে। আবার কিছু ক্ষেত্রে নোঙরের অপারেশনাল সমস্যাও ঘটে থাকে।

সাধারণত জাহাজ ভেদে ভিন্ন ধরনের নোঙর ব্যবহৃত হয়। জাহাজ বা কার্গোর আকারের ওপর নির্ভর করেই মূলত প্রত্যেক জাহাজের জন্য উপযুক্ত নোঙর ও শিকল নির্ধারণ করা হয়। বাণিজ্যিক জাহাজগুলো বেশিরভাগই বেশ উচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নোঙর ব্যবহার করে। দুর্ঘটনা এড়াতে নোঙর ও শিকল দুটোই নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। "একটি শিকল ততখানিই শক্তিশালী, যতখানি শক্তিশালী তার সবচেয়ে দুর্বল জোড়টি"–নোঙর করার ক্ষেত্রে এই প্রাচীন প্রবাদটি খুবই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। কেননা, বহুল ব্যবহার ও ক্ষয় ছাড়াও খারাপ আবহাওয়া ও প্রসারণের সময় শিকলের জোড়ের ওপর চাপ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এ সময় একটি দুর্বল জোড় সহজেই ছিড়ে গিয়ে জাহাজ নোঙরহীন হয়ে পড়তে পারে। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী উয়িঞ্চ ও স্টপারগুলোর পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ক্রুদের অবশ্যই কীভাবে এগুলো পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে যথাযথ ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। কাঠামোগত এসব সমস্যা কমিয়ে এনে নোঙর-দুর্ঘটনা অনেকাংশেই হ্রাস করা যায়। একটি কার্যকর তথা সফল নোঙর সম্পন্ন করতে নোঙর কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করে

বিশেষ কতগুলো বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়-অ্যাংকর প্ল্যান বা নোঙর পরিকল্পনা, নোঙর করার উপযুক্ত সময় এবং নোঙর পরবর্তী নজরদারি।

নোঙর পরিকল্পনার সময় যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে

নোঙর করার সময় যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা পরিহার করতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নোঙর পরিকল্পনা, তা সম্পাদনা এবং নজরদারি করা প্রয়োজন। একজন দক্ষ নেভিগেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে নোঙরের পরিকল্পনাপর্ব সম্পন্ন করতে হবে:

- জাহাজের লোডের পরিমাণ (ড্রাফট ও আন্ডার কিল ক্লিয়ারেন্স হিসাবকে বিবেচনায় রেখে)
- চ্যানেলের গভীরতা এবং তলদেশের (হোল্ডিং গ্রাউন্ড) ধরন
- নেভিগেশনাল দুর্ঘটনার ঝুঁকি
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- নোঙর এলাকায় ঢেউ ও স্রোতের আধিক্য
- অ্যাংকরেজের গভীরতা ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে ব্যবহৃত তার
- নিরাপদ সুইঙ্গিং সার্কেল

ওপরের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়ার সাথে সাথে সবসময় বিকল্প নোঙরের ব্যবস্থাও প্রস্তুত রাখতে হবে। কারণ, নোঙরের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত জায়গাটি সবসময় উপযুক্ত নাও হতে পারে।

নোঙর ফেলার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন

নোঙর কার্যক্রম সম্পাদনার সময় অপরিহার্য প্রসঙ্গগুলো হচ্ছে-

- অ্যাংকর স্টেশন ও ব্রিজের মধ্যে যথাযথ ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা নোঙর করার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। নোঙর শুরুর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট অফিসারকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে-কোন অ্যাঙ্কর ব্যবহৃত হবে (বন্দর ও স্টারবোর্ডের দিকে), কতগুলো শিকল নামানো হবে এবং নোঙর কতটা গভীরে থাকবে।
- অ্যাংকর স্টেশনকে সহায়তার জন্য যথাযথ নিরাপত্তা পোশাক (পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট) পরিহিত ক্রু
- নোঙর কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই অ্যাংকর ল্যাসিং ও বো স্টপার খুলে ফেলতে হবে
- হাইড্রলিক উইন্ডল্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাম্পগুলো চালু হয়েছে কিনা দেখে নিতে হবে
- উইন্ডল্যাসের কার্যকারিতা এবং এর নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা করতে হবে
- নোঙর এবং এর শিকল পরিদর্শনপূর্বক পরীক্ষা করে নিতে হবে

শিকল ও নোঙরের আকার, ওজন, ধরন এবং নোঙরের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অবস্থার কারণে নোঙর-দুর্ঘটনা ঘটতে পারে

সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া নোঙর জাহাজকে নির্দিষ্ট স্থানে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে: শিকলগুলোর কিছু অংশ সাগরের তলদেশে লেপ্টে থাকবে ফলে অ্যাঙ্করের স্ট্রেইন সাগরের তলদেশের সাথে অধিক সমান্তরালে থাকে এবং নোঙরের হুককে মাটির সাথে শক্ত করে আটকে রাখে।

নোঙর পরবর্তী নজরদারির সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- নোঙর নজরদারির সময় জাহাজের অবস্থান পরীক্ষা করার জন্য অ্যাংকর ওয়াচ স্থাপন করতে হবে
- সুইং সার্কেল নির্ধারণ এবং জাহাজের অবস্থান নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে
- সবসময় মাস্টার্স স্ট্যান্ডিং অর্ডার অনুসরণ করতে হবে
- আশেপাশের অন্যান্য জাহাজেও নজর রাখতে হবে
- যেকোনো জরুরি অবস্থায় বার্তা পাঠানো বা গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় ট্রাফিক সার্ভিস এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে
- দিনে যথাযথ সিগনাল এবং রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে

জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার সময় সাগরের তলদেশ থেকে নোঙর তোলা নোঙর অপারেশনের সবথেকে জটিল অংশ। এই সময় উইন্ডল্যাসকে সাগরতল থেকে হোস পাইপ পর্যন্ত শিকল ও নোঙরের ওজন এবং হোল্ডিং গ্রাউন্ডের বাধার মোট শক্তিকে অতিক্রম করতে হয়। আবার ঢেউ, স্রোত বা খারাপ আবহাওয়ার সময়ও উইন্ডল্যাসকে অতিরিক্ত চাপ নিতে হয়। তবে জাহাজের প্রোপালশন এবং উইন্ডল্যাসের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এরূপ বিরূপ পরিস্থিতি এড়ানো যেতে পারে।

একটি জাহাজকে সফলভাবে নোঙর করার মূলভিত্তি হলো-সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, পরিকল্পনা, বিশদ নজরদারি এবং পরিচালনা। এতে গ্রাউন্ডিং, দূষণ, নোঙর হারানো, অতিরিক্ত খরচসহ বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়িয়ে নৌপরিবহনকে আরও নিরাপদ করা যাবে।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

জাহাজ নোঙরের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা জরুরি। কেননা, এ সময় জাহাজের বেশ কিছু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়

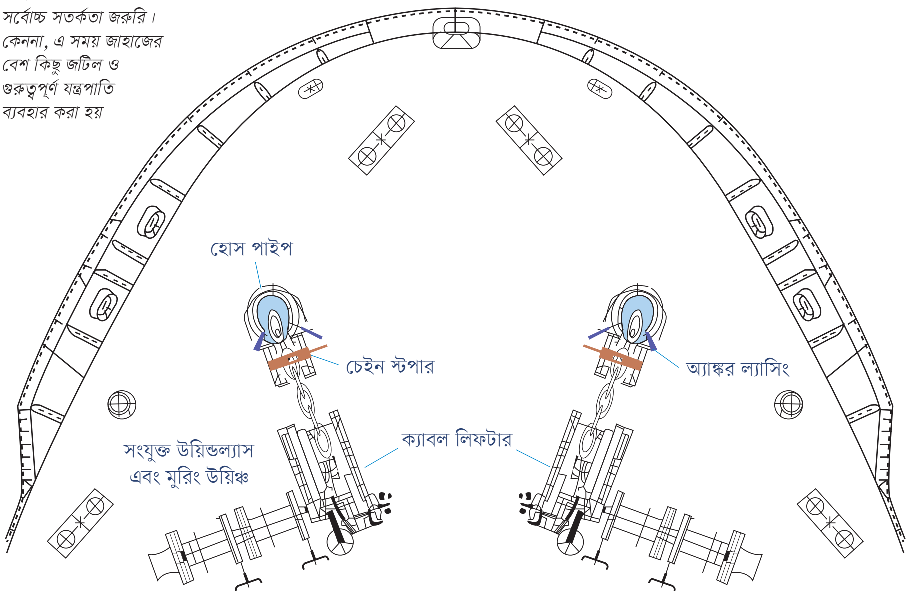

সংবাদ সংক্ষেপ

আবুধাবি টার্মিনালস ও কসকোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ছে

আবুধাবি টার্মিনালস এবং কসকো শিপিং পোর্টস (সিএসপি) আবুধাবি খলিফা বন্দরে আনুষ্ঠানিকভাবে সিএসপি টার্মিনাল উদ্বোধন করেছে। সিএসপি এ টার্মিনালে ৩০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। এ ছাড়া আগামীতে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে প্রতিষ্ঠান দুটি একটি সমঝোতা স্মারকেও সই করেছে। সিএসপি আবুধাবি টার্মিনাল কসকো শিপিং পোর্টসের প্রথম বৈশ্বিক গ্রিন-ফিল্ড সাবসিডিয়ারি। আধা-স্বয়ংক্রিয় এ টার্মিনালের পানির গভীরতা সাড়ে ১৬ মিটার। টার্মিনালটির সম্পূর্ণ নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে সক্ষমতা দাড়াবে ২৫ লাখ টিইইউ। প্রাথমিকভাবে ১৫ লাখ টিইইউ হ্যান্ডলিং সক্ষমতা নিয়ে আগামী এপ্রিলে টার্মিনালটির কার্যক্রম শুরু হবে।

সাইবার ঝুঁকির নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে আমেরিকান ওয়াটারওয়েজ অপারেটরস

সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সাইবার আক্রমণ শনাক্ত ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে টাগবোট, টোবোট ও বার্জ শিল্পকে সহায়তা করতে আমেরিকান ওয়াটারওয়েজ অপারেটরস একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। সাইবার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি অ্যাকশন টিম নামের কোস্ট গার্ড-এডব্লিউও সেফটি পার্টনারশিপের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ বছরব্যাপী কাজ করে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করেছে। সাইবার ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনার নিয়ম এবং সাইবার আক্রমণের ঘটনা কীভাবে নথিভুক্ত করতে হয় তা এ নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে।

এমএসসিকে জরিমানা ক্যালিফোর্নিয়ার

ক্যালিফোর্নিয়ার 'ওশান-গোয়িং ভেসেল অ্যাট-বার্থ' নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ওশান ক্যারিয়ার এমএসসি সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া এয়ার রিসোর্সেস বোর্ডকে (সিএআরবি) ৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার জরিমানা পরিশোধ করেছে। ২০১৪ সালে ওকল্যান্ড, লস অ্যাঞ্জেলেস ও লং বিচে এমএসসির পোর্ট কল অডিটে নীতিমালা ভঙ্গের বিষয়টি উদ্ঘাটিত হয়। দুটি ক্যাটাগরিতে নীতিমালা ভঙ্গ করেছে এমএসসি। প্রথমত, অক্সিলারি ইঞ্জিন পাওয়ার জেনারেশন ন্যূনতম ৫০ শতাংশ কমাতে ব্যর্থ হয়েছে ক্যারিয়ারটি। পাশাপাশি, অক্সিলারি ইঞ্জিন চালানোর নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করেছে তারা। সিএআরবির এনফোর্সমেন্ট বিভাগের প্রধান টড স্যাক্স বলেন, 'সমুদ্রগামী ভেসেলগুলো বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা রাখে। ক্যালিফোর্নিয়ার নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে এ আইন ভূমিকা রাখছে।'

তেল উৎপাদন কমাচ্ছে ওপেক

তেল উৎপাদক দেশগুলোর সংস্থা ওপেক এবং রাশিয়া দৈনিক ১২ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ওপেকভুক্ত ও ওপেকবহির্ভূত দেশগুলো উৎপাদন কমিয়ে আনবে যথাক্রমে ৮ লাখ ও ৪ লাখ ব্যারেল। তেলের উৎপাদন সীমা একই মাত্রায় বহাল রাখার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহ্বানের একদিন পরই ভিয়েনা বৈঠক থেকে এ ঘোষণা এল।

স্বয়ংক্রিয় জাহাজের নিরাপত্তায় চারটি ধাপ সুনির্দিষ্ট করেছে আইএমও

বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রিক ও স্বয়ংক্রিয় কনটেইনার জাহাজ ইয়ার বার্কল্যান্ড ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করবে। এবিবি, ভার্টসিলা ও রোলস-রয়েসের মতো কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে দূরনিয়ন্ত্রিত জাহাজের পাইলট প্রকল্প উপস্থাপন করেছে। এ প্রেক্ষাপটে জাহাজ নির্মাণের সম্ভাব্য আওতা বা সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সেফটি কমিটি চারটি ধাপ সুনির্দিষ্ট করেছে।

আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের মেরিটাইম সেফটি কমিটি তাদের ১০০তম অধিবেশনে মেরিটাইম অটোনমাস সারফেস শিপের (এমএএসএস) সম্ভাব্য আওতা বা সীমা বিষয়ক কাঠামো ও পদ্ধতি অনুমোদন করেছে। মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচলে সক্ষম জাহাজগুলো এমএএসএস নামে পরিচিত। এমএএসএস জাহাজ নির্মাণ বেড়ে যাওয়ায় নাবিক ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব মূল্যায়নে জাতিসংঘের সংস্থা আইএমও'র ওপর চাপ বাড়ছিল। সে ধারাবাহিকতায় সংস্থাটি তাদের সর্বশেষ অধিবেশনে স্বয়ংক্রিয় জাহাজের কাঠামো ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করেছে।

- **ধাপ ১. স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাসংবলিত জাহাজ:** জাহাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যক্রমে নাবিকদের পরিচালনা কক্ষে উপস্থিতি। কিছু কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও তদারক করা নাও হতে পারে। তবে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য নাবিকরা সবসময় প্রস্তুত থাকবেন।
- **ধাপ ২. পরিচালনা কক্ষে নাবিকদের উপস্থিতিসহ দূরনিয়ন্ত্রিত জাহাজ:** অন্য কোনো অবস্থান থেকে জাহাজটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। জাহাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা কক্ষে নাবিকরা উপস্থিত থাকবে।
- **ধাপ ৩. পরিচালনা কক্ষে নাবিকদের উপস্থিতি ছাড়াই দূরনিয়ন্ত্রিত জাহাজ:** অন্য কোনো অবস্থান থেকে জাহাজটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে।
- **ধাপ ৪. পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংক্রিয় জাহাজ:** জাহাজের অপারেটিং সিস্টেম নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সে অনুযায়ী জাহাজ পরিচালনা করবে।

কমিটি জানিয়েছে, মেরিটাইম নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজ ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিটি ধাপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানগুলো চিহ্নিত করা হবে, যেগুলো :

- এমএএসএসে প্রয়োগ করা হবে এবং এমএএসএস কার্যক্রম বিরত রাখবে; অথবা
- এমএএসএসে প্রয়োগ করা হবে এবং এমএএসএস কার্যক্রম বিরত রাখবে না ও কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে না; অথবা
- এমএএসএসে প্রয়োগ করা হবে এবং এমএএসএস কার্যক্রম বিরত রাখবে না, তবে সংশোধন বা সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন হতে পারে; অথবা
- এমএএসএস কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না।

টেলিকমিউনিকেশনস মেরিটাইম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করছে স্পেসএক্স

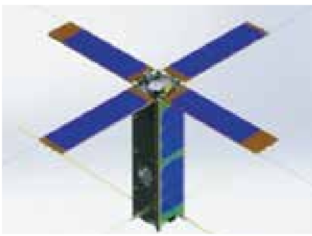

বিশ্বব্যাপী জলদস্যু জাহাজগুলোর রেডিও সিগনাল স্ক্যানিংয়ে হকআই ৩৬০ নামের একটি স্টার্টআপের তিনটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করছে স্পেসএক্স। ভূস্থানিক তথ্য ব্যবহার করে সমুদ্রে চলাচলরত জাহাজগুলো পর্যবেক্ষণ করবে হকআই ৩৬০।

স্যাটেলাইটগুলো যেকোনো রেডিও সিগনালের উৎস সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারবে। পাশাপাশি বিশ্বের যেকোনো অঞ্চল মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই স্ক্যান করতে সক্ষম হবে। স্যাটেলাইটগুলোয় ব্যবহৃত সফটওয়্যার বড় জাহাজ থেকে শুরু করে ছোট নৌযানের রেডিও সিগনালের উৎস ধরে এগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করার পাশাপাশি গতিপথ সম্পর্কেও ধারণা নিতে পারবে। স্যাটেলাইটগুলো উৎক্ষেপিত হলে 'ডার্ক শিপ' বা পাইরেট জাহাজগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সফলতা আসবে। পাইরেট জাহাজগুলো সাধারণত তাদের জিপিএস লোকেশন ট্রান্সপন্ডার বা অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (এআইএস) বন্ধ করে রাখে।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তিনটি সেশনা জেটে পাথফাইন্ডার প্রযুক্তি ইনস্টলের পর সেগুলো চেসাপিক উপসাগরের ওপর দিয়ে চালনার সময় দেখা গেছে, এআইএস বন্ধ রাখা জাহাজগুলোও শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। শনাক্তের পাশাপাশি মেশিন-লার্নিং অ্যালগরিদম জাহাজের স্বাভাবিক গতিপথ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লে তা জানাতেও পারবে এ প্রযুক্তি।

মেরিন জ্বালানি হিসেবে মিথানল প্রসারে ভারতের প্রকল্প

মেরিন জ্বালানি হিসেবে মিথানলের ব্যবহার শুরু করতে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া (আইডব্লিউএআই) একটি প্রকল্প শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ জলসীমায় জাহাজ চলাচল বাড়াতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মিথানলচালিত ভেসেল নির্মাণের জন্য কোচিন শিপইয়ার্ডে কার্যাদেশও দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম আইডব্লিউএআই ভাইস-চেয়ারম্যান প্রবীর পান্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, নীতি আয়োগ থেকে অনুমোদনের পর তিনটি ওয়ার্ক বোটে মিথানলচালিত ইঞ্জিন সংযোজন ও ছয়টি অগভীর কার্গো ভেসেল নির্মাণের জন্য কোচিন শিপইয়ার্ডকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনে সুইডেনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাহাজ ব্যবস্থাপনায় এনওয়াইকের নতুন প্ল্যাটফর্ম

এনওয়াইকে গ্রুপ জাহাজ ব্যবস্থাপনায় নতুন একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। জাহাজে কাজের চাপ কমানোর পাশাপাশি 'বিগ ডেটা' ব্যবহারে সহায়তা করবে এ প্ল্যাটফর্ম। 'নিবিকি' নামের এ প্ল্যাটফর্ম সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে থেকে পরিচালনগত কাজ, অনুমোদন প্রক্রিয়া ও অপারেশন ওয়ার্কফ্লো ডিজিটাইজ করবে। নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রদর্শিত ফর্মে যথাযথ তথ্য বসিয়ে ক্রুরা কোনোকিছু অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে পারবে। ওই তথ্যগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হবে এবং ক্রুদের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি নিবিকি সিস্টেম জাহাজ পরিচালনা কোম্পানি ও ব্যবস্থাপনা কোম্পানির মধ্যে ডেটা বিনিময়ের সুযোগ করে দেবে। এবং এ তথ্যগুলো বিগ ডেটা বিশ্লেষণের জন্য সংগ্রহ করা হবে।

কনটেইনারের জন্য বৈপ্লবিক স্টোরেজ র‍্যাক উন্মোচন ডিপি ওয়ার্ল্ডের

জেবেল আলি টার্মিনালে কনটেইনার শিপিংয়ের জন্য র‍্যাক স্টোরেজ সিস্টেম উন্নয়নে ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং প্রতিষ্ঠান অ্যামোভা একটি চুক্তি সই করেছে। জেবেল আলি চার নম্বর টার্মিনালে এ ব্যবস্থার প্রথম মডেলটি স্থাপন করা হবে। একটি কনটেইনারের ওপর আরেকটি কনটেইনার রাখার পরিবর্তে নতুন এই ব্যবস্থায় প্রতিটি কনটেইনার এগারো তলা উচ্চতার একটি ইস্পাতের র‍্যাকে আলাদা কমপার্টমেন্টে থাকবে। একই আকারের একটি প্রথাগত কনটেইনার টার্মিনালের সক্ষমতার তুলনায় এ পদ্ধতিতে তিন গুণ বেশি কনটেইনার রাখা যাবে।

নতুন এ পদ্ধতিতে র‍্যাকগুলো পরের সারির কনটেইনারের ভার বহন করে। ফলে নিচের সারির কোনো কনটেইনার সরাতে হলে ওপরের সবগুলো কনটেইনার সরানোর প্রয়োজন পড়ে না। ডিপি ওয়ার্ল্ড আশা করছে এ পদ্ধতিতে দ্রুততা, জ্বালানি দক্ষতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আল্ট্রা লার্জ কনটেইনার ভেসেল (ইউএলসিভি) হ্যান্ডলিংয়ে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই স্টোরেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন করেছে অ্যামোভা। ডিপি ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও সুলতান আহমেদ বিন সুলায়েম জানান, আমাদের শিল্পে বিশ্বের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রযুক্তির সম্ভাবনা বৈপ্লবিক। দুবাই এক্সপো ২০২০ ওয়ার্ল্ড ফেয়ারের আগেই স্টোরেজ র‍্যাক নির্মাণ ও পরিচালনার আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

কনটেইনার ইউটোপিয়া: ডিজিটালাইজ বহরে স্বাগতম

কনটেইনার বহর সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালাইজ করার এক উদ্যোগে বিশ্বের ছোট ও মাঝারি আকারের শিপিং কোম্পানিগুলোকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠান আইওটি (ইন্টারনেট অব থিংস) স্টার্টআপ লগিনো। এ উদ্দেশ্যে 'দ্য কনটোপিয়া (কনটেইনার ইউটোপিয়া) ফ্যাক্টর' নামে একটি প্রতিযোগিতার প্রচারণা শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। শিপিং শিল্পের ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনে বিশ্বের প্রতিটি শিপিং কনটেইনারকে রিয়েল-টাইম আইওটিযুক্ত করার প্রত্যাশা তাদের।

ছয় মাস মেয়াদি এ উদ্যোগে লগিনোর পেটেন্ট করা এজিএএম ডিভাইস বহরে সংযুক্ত করার জন্য নির্বাচিত হলে শিপিং কোম্পানিগুলো কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে সে বিষয়ের ওপরে এক্সিকিউটিভ সামারি আহ্বান করা হয়েছে। এ বছর মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত কনটোপিয়া ফ্যাক্টর প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত থাকবে। ইন্ডাস্ট্রির নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্যানেল এক্সিকিউটিভ সামারি বাছাই করে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করবে।

লগিনোর সহপ্রতিষ্ঠাতা সাচার টাল জানান, "কনটেইনারের ভেন্ট ব্যবহারের পেটেন্ট করেছি আমরা। এটা আমাদের বেশ পরিচালনাগত সুবিধা দিচ্ছে। কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াই বৈশ্বিক ডিপো অবকাঠামো ব্যবহার করতে পারি আমরা।"

তিনি বলেন, "এজিএএমের ভেতর একটি 'মস্তিষ্ক' গঠনের জন্য আমরা সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছি, যা আগে কখনো বাণিজ্যিক খাতে ব্যবহার হয়নি। এ মস্তিষ্ক কনটেইনার ও কার্গোতে কী ঘটছে তা বুঝতে সক্ষম। এটা অনেকটা আপনার হাতের স্মার্ট ঘড়ির মতো, সেটি যেমন আপনি কখন হাঁটছেন বা ঘুমাচ্ছেন তা বুঝতে পারে। আমাদের এই প্রযুক্তিও কনটেইনারের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে কাজ করবে।"

মেরিটাইম ইনোভেশন হাব 'দ্য ডক'-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও কনটোপিয়া উদ্যোগের অংশীদার নির গার্টজম্যান বলেন, "কনটোপিয়া শিপিং কোম্পানিগুলোর পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনার পাশাপাশি প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও বাড়াবে। কারণ কোম্পানিগুলো তখন গ্রাহকদের আরও উন্নত সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে পারবে।"

এজিএএম প্রযুক্তি একটি কনটেইনারে যুক্ত করার পর তা ১০ বছর স্থায়ী হবে। অর্থাৎ কনটেইনার বহরগুলো তাদের মেয়াদকালে স্মার্ট কনটেইনারে পরিণত হবে। বিজিইউয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালন কর্মকর্তা রামি পুগাচ বলেন, "আমরা এমন এক সফটওয়্যার উন্নয়ন করতে যাচ্ছি, যেখানে কনটোপিয়ার ব্যবহার রিয়েল-টাইম সিনারিওতে পরীক্ষা করা যাবে, যা আগে কখনো মেরিটাইম খাতে ব্যবহার করা হয়নি।"

কনটোপিয়া উদ্যোগের অন্য অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি লয়েড'স রেজিস্টার, ইলেকট্রনিকস ম্যানুফ্যাকচারার সানওয়াডা এবং প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন বিশেষজ্ঞ আইএআই।

সংবাদ সংক্ষেপ

৯০ দিনের শুল্ক বিরতি ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র-চীনের

পরস্পরের পণ্যে শুল্ক আরোপে ৯০ দিনের বিরতি ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে অনুষ্ঠিত জি-টুয়েন্টি সম্মেলনের সাইডলাইন বৈঠকে এ ঘোষণা দেন বিশ্বের শীর্ষ দুই অর্থনীতির প্রতিনিধিত্বকারী দুই নেতা। ৯০ দিনের এ বিরতির মধ্যে উভয় দেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদগুলো মিটিয়ে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। এই সময়ের মধ্যে কোনো ধরনের চুক্তি না হলে হোয়াইট হাউজ চীন থেকে আমদানিকৃত ২০ হাজার কোটি ডলারের পণ্যে বিদ্যমান ১০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে উন্নীত করবে।

এলএনজি রপ্তানিতে প্রথমবারের মতো শীর্ষস্থানে অস্ট্রেলিয়া

কাতারকে হটিয়ে এলএনজি রপ্তানিতে প্রথমবারের মতো শীর্ষ অবস্থান দখলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। গত নভেম্বরে ৬৮ লাখ টন এলএনজি রপ্তানি করে দেশটি, যেখানে কাতারের রপ্তানি ছিল ৬২ লাখ টন। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু লিকুইফ্যাকশন টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার এলএনজি রপ্তানি বেড়েছে। ওয়ার্ল্ডম্যাকের তথ্য অনুযায়ী, গ্যাসক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের কারণে নভেম্বরে কাতারের উৎপাদন কমেছে। তবে দেশটি পুনরায় শীর্ষস্থানে চলে আসবে। অন্যদিকে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি বলছে, আগামী পাঁচ বছরে এলএনজি রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থানে নেমে যাবে। কাতারের পরের অবস্থানটি দখল করবে যুক্তরাষ্ট্র।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রথম শোর পাওয়ার সরবরাহ করবে গ্রিসের বন্দর

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রথম শোর-টু-শিপ (বন্দর থেকে জাহাজে) বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ চালু হচ্ছে গ্রিসের কিলিনি বন্দরে। এ উদ্যোগের ফলে কিলিনি বন্দরে দূষণ হ্রাস পাবে, বন্দরের কাজে গতি আসবে। পাশাপাশি দূষণমুক্ত বন্দরে উন্নীত হতে এ প্রকল্প পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অন্যান্য বন্দরকেও উৎসাহিত করবে। বন্দরে অবস্থানকালীন সময়ে বন্দর থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ফলে জাহাজগুলোকে অক্সিলারি ডিজেল ইঞ্জিন চালাতে হয় না। ফলে পরিবেশ দূষণ কমে আসে। অন্যদিকে, 'এলিমেড' নামে এক ইউরোপীয় কর্মসূচির অধীনে সাইপ্রাস, গ্রিস ও স্লোভেনিয়ার বন্দরগুলোয় শোর-টু-শিপ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ চালু করা হচ্ছে।

দূষণ পর্যবেক্ষণে নতুন প্রযুক্তির পরীক্ষা

নর্ডিক ট্যাংকার্স, ডানিয়া শিপ ম্যানেজমেন্ট এবং ডানফোস আইএক্সএ দূষণ পর্যবেক্ষণে নতুন প্রযুক্তির পরীক্ষায় জোটবদ্ধ হয়েছে। এই প্রযুক্তি সেন্সরের মাধ্যমে সালফার দূষণের ক্ষেত্রে আইএমও'র সীমা মেনে চলতে জাহাজ মালিকদের সহায়তা করবে। দূষণ পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে নর্ডিক ট্যাংকার্সের মালিকানাধীন কেমিক্যাল ট্যাংকার নর্ডিক মারিতে এ সেন্সর যুক্ত করা হয়েছে। সেন্সরটি জাহাজ থেকে দূষণ নির্গমনের হার পরিমাপের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত তথ্য শিপিং কোম্পানির কাছে পাঠাতেও সক্ষম।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ হাইফা টার্মিনাল ইজারার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছে ইসরায়েল

ইসরায়েলের হাইফায় একটি কনটেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনায় চীনের সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট গ্রুপের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি পর্যালোচনা করছে দেশটির উচ্চ-পর্যায়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। হাইফায় চীনের উপস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগের প্রেক্ষিতে এ উদ্যোগ নিয়েছে ইসরায়েল। ২০১৫ সালে হাইফায় নতুন পোর্ট অপারেটরের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে তাতে একমাত্র অংশগ্রহণকারী সাংহাই ইন্টারন্যাশনালের সাথে ইজারা চুক্তি করে কর্তৃপক্ষ। ২০২১ সালে উন্মোচিত একটি নতুন টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব সাংহাইকে দিতে এই ইজারা চুক্তি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর মুখপাত্র কমডোর কাইল রেইনেস জানান, হাইফায় চীনা প্রতিষ্ঠানটি যুক্ত হলে সেখানে মার্কিন নৌবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্তটি তিনি নাকচ করে দিতে পারছেন না। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে ইসরায়েলে আমাদের কোনো কার্যক্রম নেই। তবে ২০২১ সালে কী ঘটবে তা বলা যাচ্ছে না।

➤ আবারো বাণিজ্যিকভাবে তিমি শিকার শুরু করছে জাপান

আগামী জুলাই থেকে নিজস্ব জলসীমা ও একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে তিমি শিকার শুরু করতে যাচ্ছে জাপান। ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং কমিশন (আইডব্লিউপ্রি) থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে দেশটি। পাশাপাশি এন্টার্কটিকাতে বিতর্কিত তিমি শিকার অভিযান বন্ধ করার কথাও জানিয়েছে তারা। এন্টার্কটিকাতে তিমি শিকার বন্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও নিজজিল্যান্ড। তবে নিজস্ব জলসীমায় পুনরায় তিমি শিকারের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ জানিয়েছেন অনেকেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এন্টার্কটিকাতে তিমি শিকার বন্ধের সিদ্ধান্ত জাপান অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে নিয়েছে। দেশটি তিমি শিকারের শক্ত সমর্থক।

➤ ওয়াশ ওয়াটার খালাসে সিঙ্গাপুরের নিষেধাজ্ঞার সমালোচনায় স্ক্রাবার অ্যাসোসিয়েশন

সিঙ্গাপুরের জলসীমায় ২০২০ সাল নাগাদ ওয়াশ ওয়াটার নির্গমনে দেশটির মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি (এমপিএ) যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তার সমালোচনা করেছে এক্সহস্ট গ্যাস ক্লিনিং সিস্টেমস অ্যাসোসিয়েশন (এজিসিএসএ)। সংস্থাটি জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই এমপিএ এ বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি নিয়েছে। তাছাড়া ওয়াশ ওয়াটারের কারণে সামুদ্রিক পরিবেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ সংক্রান্ত কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত।

➤ জহর বারু বন্দর সীমানা নিয়ে মুখোমুখি সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া

জহর প্রণালীর উভয় পাশে তুয়াস ও জহর বারু বন্দরের জলসীমা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কোস্ট গার্ড ও নেভাল প্যাট্রল ভেসেল মোতায়েন করেছে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া। গত অক্টোবরে জহর বারুর সমুদ্র সীমা আরও উত্তরে সম্প্রসারণের ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া। নভেম্বরে জহর ও তুয়াসের মধ্যবর্তী জলসীমা টহলে ভেসেল মোতায়েন করে তারা। দেশটির পদক্ষেপকে অনুপ্রবেশ ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি সিঙ্গাপুর ওই অঞ্চলে নেভাল প্যাট্রল ভেসেল মোতায়েন করে।

আমূল পরিবর্তন আসতে পারে লাইনার শিল্পের প্রতিযোগিতায়

নতুন নতুন করপোরেট কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে বৈশ্বিক ক্যারিয়ার কোম্পানিগুলো নিজেদের স্বতন্ত্র করে তুলতে শুরু করেছে। ফলে লাইনার শিল্পে প্রতিযোগিতার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিপিং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ড্রিউরি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাম্প্রতিক কৌশল পর্যালোচনা করে এ তথ্য জানিয়েছে।

বেশিরভাগ লাইনার কোম্পানিই সফলতার জন্য অধিক কার্যকরী তিনটি কৌশলের যেকোনোটি গ্রহণ করতে পারে। প্রথাগত বন্দর থেকে বন্দরে সেবা পরিচালনার পরিবর্তে একটি লাইনার কোম্পানি সাপ্লাই চেইনের অন্যান্য অংশে নিজেদের সেবা সম্প্রসারিত করতে পারে। অথবা মূল মেরিটাইম সেবা সংহত করে এগিয়ে যেতে পারে বা লাইনারের পরিধি আরও বিস্তৃত করতে পারে।

ড্রিউরি বলছে, প্রতিটি কৌশলেরই নিজস্ব কিছু ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন সমন্বিত করার প্রচেষ্টায় কেউ যদি সফল হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ লাইনার শিল্পের প্রতিযোগিতায় আর লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে না।

মায়ের্স্ক ও সিএমএ সিজিএমের মতো ক্যারিয়ারগুলো ইতিমধ্যে এই উদ্যোগ নিয়েছে। এ কৌশল বাস্তবায়নে তারা অন্য কোম্পানি অধিগ্রহণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা বিদ্যমান লজিস্টিকস প্রতিষ্ঠানগুলো একীভূত বা সবগুলো সমন্বয় করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও এখন পর্যন্ত এ কৌশলের ইতিবাচক ফল আসেনি। এর আগেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা ও দক্ষতাসম্পন্ন বিচ্ছিন্ন কোম্পানিগুলো একীভূত করার প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেনি ইন্ডাস্ট্রি।

তবে বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন। প্রযুক্তির কল্যাণে সাম্প্রতিক কৌশলগুলোর ফল ভিন্নও হতে পারে। ড্রিউরি বলছে, মৌলিক লজিস্টিকস পরিষেবায় ডিজিটাইজ ও অটোমেশন যুক্ত হয়ে এমন কিছু সম্ভাবনা হাজির করছে, যা আগে ছিল না। জার্মান হ্যাপাগ-লয়েডের মতো ক্যারিয়ার কোম্পানিগুলো মনে করছে বড় আকারের জাহাজ এ শিল্পে আর কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বড় আকারের জাহাজের বদলে কোম্পানিটি এখন সেবা প্রদানে বিশ্বস্ততা ও মুনাফার দিকে অধিক মনোযোগী হয়ে উঠেছে।

তবে এখনো কিছু ক্যারিয়ার বড় আকারের জাহাজকেই প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। এদের অন্যতম হচ্ছে কোরীয় প্রতিষ্ঠান এইচএমএম। সম্প্রতি তারা কয়েকটি বড় জাহাজের কার্যাদেশ দিয়েছে। তাদের ধারণা, লাইনার সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে তারা কনটেইনারশিপ বাণিজ্যের বড় অংশ দখলে রাখতে পারবে।

ড্রিউরির ধারণা, এইচএমএমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাজার স্থিতিশীলতার সঙ্গে মানানসই নয়। কারণ অল্প কয়েকটি কোম্পানিই এখন সক্ষমতা বাড়াতে মনোযোগ দিচ্ছে। যাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা শিপইয়ার্ডের সঙ্গে অংশীদারিত্ব রয়েছে, তারাই কেবল এ পথে হাঁটছে। অন্যরা একমুখী কৌশল থেকে সরে এসে বিকল্প পন্থাগুলোয় মনোযোগ বাড়াচ্ছে।

ভারতের অ্যান্টিট্রাস্ট তদন্ত বাতিল চায় ডিপি ওয়ার্ল্ড

ভারতের সবচেয়ে বড় কনটেইনার বন্দর মুম্বাইয়ে ডিপি ওয়ার্ল্ডের ব্যবসা বিরোধী আচরণের তদন্তে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করতে আদালতের দারস্থ হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। একটি আইনি নথি পর্যালোচনা করে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (সিসিআই) জানিয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ব জওহরলাল নেহেরু পোর্ট ট্রাস্টে (জেএনপিটি) ডিপি ওয়ার্ল্ড ও ডেনমার্কের এ.পি. মোলার-মায়ের্স্ক অ্যান্টিট্রাস্ট আইন ভঙ্গ করেছে বলে তারা সন্দেহ করছে। সিঙ্গাপুরের পিএসএ ইন্টারন্যাশনালের এক অভিযোগের পর সিসিআই তদন্তে নামে। পিএসএ অভিযোগ করে, জেএনপিটিতে কিছু অতিরিক্ত ফি আরোপের মাধ্যমে ডিপি ওয়ার্ল্ড ও মোলার-মায়ের্স্ক পিএসএএ'র টার্মিনালের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

আদালতে ডিপি ওয়ার্ল্ডের আবেদনে বলা হয়েছে, সিসিআইয়ের আদেশ বহাল থাকলে বৈষম্য সৃষ্টি হবে এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ প্রেক্ষাপটে আদালতের কাছে সিসিআইয়ের আদেশ বাতিল, স্থগিত অথবা সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়েছে। ভারতে ডিপি ওয়ার্ল্ডের এক প্রতিনিধি বিষয়টি বিচারাধীন বলে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। পিএসএও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

জেএনপিটির বন্দরের পাঁচটি টার্মিনালের মধ্যে চারটি পরিচালনা করে মায়ের্স্কের ইউনিট, ডিপি ওয়ার্ল্ড ও পিএসএ। বাকি টার্মিনালটি পরিচালনা করে দেশটির সরকার। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে উদ্বোধন করা পিএসএএ'র টার্মিনালটি জেএনপিটির সক্ষমতার দ্বিগুণে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বন্দরগুলোর প্রস্তুতি প্রয়োজন

বন্দর ও উপকূলীয় অবকাঠামোগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানিয়েছে আঙ্কটাড। গত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ২০১৮ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো থেকে কার্বন নির্গমন বেড়েছে, ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির এমন তথ্যের পর আঙ্কটাড এ সতর্কবার্তা দিয়েছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বৈশ্বিক শিপিং শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) ২০৫০ সাল নাগাদ এ শিল্প থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছে। আঙ্কটাড মনে করছে, মেরিটাইম শিল্পকে দ্রুতই পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সমুদ্রবন্দরসহ পরিবহন অবকাঠামো ও বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্ককে আক্রান্ত করবে।

সমুদ্রে বিষাক্ত শেওলার বিস্তৃতি দূষণ ঘটাচ্ছে

বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে তাহলে বিষাক্ত সামুদ্রিক শেওলার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে, যা সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলে সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় ঘটাবে। সমুদ্র গবেষকদের আন্তর্জাতিক একটি দল সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের অদূরে দুই মাস ব্যাপী এক মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় জার্মানির জিওমার হেমহলজ সেন্টার ফর ওশেনিক রিসার্চ কিলের নেতৃত্বে একদল আন্তর্জাতিক গবেষক সামুদ্রিক অম্লীকরণের (অ্যাসিডিফিকেশন) সম্ভাব্য ফলাফল হিসাব করেছেন, যা সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের জন্য ভয়ানক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। গবেষক দলটি বলছে, ৬০০ পিপিএমের (পার্টস পার মিলিয়ন) ওপরে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনীভবন ভিসিসিটাস গ্লোবসাস জাতীয় বিষাক্ত শেওলার বিস্তৃতি আশঙ্কাজনকহারে বাড়াতে পারে।

নেভিগেশন সাপোর্ট সিস্টেম উন্নয়নে কাজ করছে মিতসুই ওএসকে লাইনস

জাপানের শিপিং কোম্পানি মিতসুই ওএসকে লাইনস অত্যাধুনিক নেভিগেশন সাপোর্ট সিস্টেম উন্নয়নে কাজ করছে। স্বয়ংক্রিয় জাহাজ নির্মাণের অংশ হিসেবে সংঘর্ষ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

এমওএল টেকনো ট্রেড, ন্যাশনাল মেরিটাইম রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এনএমআরআই) এবং টোকিও ইউনিভার্সিটি অব মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (টিইউএমএসএটি) সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানটি কলিসন অ্যাভয়েডেন্স অ্যালগরিদম ব্যবহার করে অত্যাধুনিক নেভিগেশন সাপোর্ট সিস্টেম বিষয়ে সম্ভাব্যতা জরিপ পরিচালনা করেছে। এনএমআরআইয়ের শিপ হ্যান্ডলিং রিস্ক সিমুলেটর ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানগুলো একটি গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে।

এমওএল জানিয়েছে, অবস্ট্যাকল জোন বাই টার্গেট (ওজেডটি) নাবিকদের কোনো বস্তু চিহ্নিত করতে এবং সেগুলো সম্ভাব্য কোনো ঝুঁকি কিনা তা নির্ধারণে সহায়তা করে। পাশাপাশি এ সিস্টেমের ব্রিজ ভিউ ডিসপ্লে আশাপাশের জাহাজের অবস্থান নির্ধারণে নাবিকদের সহায়তা করে এবং কোন কোন জাহাজ সম্ভাব্য ঝুঁকি হতে পারে তাও জানাতে পারে।

শিপ রিসাইক্লিং ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন

জাহাজ রিসাইক্লিংয়ে দায়িত্বশীল চর্চাগুলোর অনুশীলন আরও বেগবান করতে শিপ রিসাইক্লিং ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভের (এসআরটিআই) অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। জাহাজ রিসাইক্লিং সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হবে এ প্ল্যাটফর্ম। হ্যাপাগ-লয়েড ও মায়েস্কের নেতৃত্বে গঠিত শিপিং কোম্পানি গ্রুপ জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্পে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে তাদের কর্মসূচি ঘোষণার নয় মাস পর এ প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করা হলো।

শিপ রিসাইক্লিংয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোকে আরও স্বচ্ছ থাকার সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি ন্যায্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, কার্যদক্ষতা উন্নয়ন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের মাধ্যমে রিসাইক্লিংয়ের দায়িত্বশীল চর্চাগুলো অনুসরণে একটি লেভেল-প্লেয়িং ফিল্ড প্রদানে সহায়তা করবে এ প্ল্যাটফর্ম। বেসরকারি সংস্থা শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্মের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে মোট ৮৩৫টি জাহাজ ভাঙা হয়। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ বা ৫৪৩টি সমুদ্রগামী বড় জাহাজ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে ভাঙা হয়।

সাসটেইনেবল শিপিং ইনিশিয়েটিভ (এসএসআই) জানিয়েছে, শিপিং কোম্পানিগুলোর জাহাজ রিসাইক্লিং নীতি ও চর্চাগুলোয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে শিপার, ঋণদাতা, বিনিয়োগকারী, বীমা কোম্পানিসহ এ শিল্পের সব অংশীজনদের জন্য যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। শিপিং কোম্পানিগুলো তাদের ভ্যালু চেইন সাসটেইনিবিলিটির দায়-দায়িত্ব নেবে, এ সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা যতই বাড়ছে ততই এ জাতীয় সিদ্ধান্তের গুরুত্ব দৃশ্যমান হচ্ছে।

এসএসআইয়ের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু স্টিফেনস বলেন, এসআরটিআই একটি অনন্য উদ্যোগ। দায়িত্বশীল শিপ রিসাইক্লিংয়ের বাস্তব দিক তুলে ধরে এ প্ল্যাটফর্ম ইতিবাচক গল্পগুলো উপস্থাপন করবে। স্বচ্ছতা অন্যান্য শিল্পে কী ধরনের ভূমিকা রেখেছে তা আমরা দেখেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

এপি মোলার-মায়েস্কের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা সরেন টফট এ উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, কার্যকর নীতিমালা না থাকার কারণে এ শিল্পকে অবশ্যই মান উন্নয়নে একযোগে কাজ করার পাশাপাশি লেভেল-প্লেয়িং ফিল্ড সৃষ্টি করতে হবে।

জাহাজ মালিক, বিনিয়োগকারী, ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, কার্গো মালিক এবং মেরিটাইম শিল্পের অন্য অংশীজনদের একত্রিত করে সাসটেইনেবল শিপিং ইনিশিয়েটিভ এ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উন্মোচন করেছে। এ উদ্যোগে স্বাক্ষরকারী শিপিং কোম্পানির মধ্যে রয়েছে চায়না নেভিগেশন কোম্পানি, হ্যাপাগ-লয়েড, মোলার-মায়েস্ক, নর্ডেন, স্টল্ট ট্যাংকার্স ও ভেলেনিয়াস ভিলহেমসেম। আর্থিক অংশীজনদের মধ্যে আছে জিইএস, নাইক্রেডিট, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক; ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি লয়েড'স রেজিস্টার এবং বেসরকারি সংস্থা ফোরাম ফর দ্য ফিউচার।

সংবাদ সংকেত

- ২০১৬ সালে সম্প্রসারিত লক উদ্বোধনের পর পানামা খাল অতিক্রম করেছে পাঁচ হাজারতম নিওপ্যানাম্যাক্স ভেসেল। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরগামী কসকো ফেইথ কনটেইনার জাহাজের মাধ্যমে এ মাইলফলক ছুঁয়েছে পানামা খাল কর্তৃপক্ষ।
- তেল আমদানিতে নভেম্বরে নতুন রেকর্ড গড়েছে চীন। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ মাসে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি বেড়েছে সাড়ে ৮ শতাংশ।
- জার্মানির ভিলহেমশ্যাভেনে একটি ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) স্থাপনে চুক্তি করেছে ইউনিপার এসই এবং মিতসুই ওএসকে লাইনস। জার্মানির প্রথম এই এলএনজি ইউনিট ২০২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে চালু হবে।
- ইয়েমেন সরকারের কাছে কৌশলগত বন্দর হোদেইদার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করেছে দেশটির হুতি বিদ্রোহীরা। সুইডেনে আয়োজিত এক যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে হুতিরা এ বন্দরের নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করেছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরান থেকে তেল রপ্তানি বন্ধের চেষ্টা করলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলের ট্যাংকার পরিবহন বন্ধ করে দেবে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।
- ২০৫০ সাল নাগাদ শূন্য কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে মায়েস্ক। কোম্পানিটি জানিয়েছে, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিরপেক্ষ ভেসেল বাণিজ্যিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নতুন নতুন উদ্ভাবনও প্রয়োজন।
- সমুদ্র গবেষণা পরীক্ষাগার নির্মাণে নরওয়ে ৭০ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। দেশটির বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তরবিয়ন আইজেকসেন জানান, মেরিটাইম খাতে নেতৃত্ব প্রদানে নরওয়ের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখতে এ গবেষণাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- সিঙ্গাপুরের পাসির পানজাং টার্মিনালে একটি যৌথ উদ্যোগের কোম্পানি গঠন করতে যাচ্ছে পিএসএ সিঙ্গাপুর এবং ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস (ওয়ান)। ২০১৯ সালের মাঝামাঝি তারা এ টার্মিনালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে।
- সৌদি ভূখণ্ড ব্যবহার না করে কাতারি নাগরিকরা যেন তাদের গাড়ি নিয়ে পার্শ্ববর্তী ওমান ও কুয়েতে গমন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ইরানি অপারেটর কারানেহ লাইন একটি নতুন ফেরি সেবা চালু করছে। ২০১৭ সাল থেকে কাতারের ওপর অবরোধ জারি রেখেছে সৌদি আরব।
- ২০১৭-১৮ ক্রুজবর্ষ ক্যারিবীয় ও ল্যাটিন আমেরিকায় রেকর্ড অর্থনৈতিক অবদান রেখেছে। ক্রুজ পর্যটন এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে যোগ করেছে ৩৩৬ কোটি ডলার, পাশাপাশি কর্মসংস্থান হয়েছে ৭৯ হাজার মানুষের।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাসমান তরল গ্যাস ফ্যাসিলিটি রয়েল ডাচ শেলের প্রিলিউড এফএলএনজি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উৎপাদন শুরু করেছে। এ ফ্যাসিলিটি থেকে এলএনজি, এলপিজি এবং কনডেনসেট উৎপাদিত হবে।
- লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেডা বন্দর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এলএনজি বাঙ্কার ভেসেল কাইরসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্লু এলএনজি নামের একটি যৌথ উদ্যোগ থেকে এ বাঙ্কার নির্মাণ করা হয়েছে।

লয়েড'স লিস্টের সেরা ১০০ কনটেইনার বন্দরের তালিকায় ১৯তম স্থানে রয়েছে তানজুং পেলেপাস বন্দর

তানজুং পেলেপাস বন্দর

তানজুং পেলেপাস বন্দর মালয়েশিয়ার জহর বারু প্রদেশের পুলাই নদীর পূর্ব মুখে জহর শহরে অবস্থিত। ১৩ মার্চ, ২০০০ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বন্দরটি। প্রাথমিক পর্যায়ে তিন মাসের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সময় বন্দরটি ১৯৯৯ সালের ১০ অক্টোবর প্রথম জাহাজ গ্রহণ করে। মাত্র ৫৭১ দিনের পরিচালন শেষে এক মিলিয়ন টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করার সাথে সাথে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী বন্দর হিসেবে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে বন্দরটি। মালাক্কা প্রণালীর নিকটবর্তী এই বন্দরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য সিঙ্গাপুর বন্দরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়।

কার্যক্রম শুরু করার পর খুব দ্রুতই বন্দরটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিপিং প্রতিষ্ঠান মায়ের্স্কের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। মায়ের্স্ক তাদের এশিয়ার বাণিজ্যিক কার্যক্রম সিঙ্গাপুর থেকে সরিয়ে তানজুং পেলেপাসে নিয়ে আসে। ২০০০ এবং ২০০১ সালে টানা দুই বছর তানজুং পেলেপাস 'বেস্ট ইমার্জিং কনটেইনার টার্মিনাল' হিসেবে লয়েড'স লিস্ট মেরিটাইম এশিয়ার স্বীকৃতি লাভ করে।

২০০২ সালে বৃহত্তম শিপিং কোম্পানি এভারগ্রিন মেরিন কর্পোরেশনও তাদের ব্যবসা সিঙ্গাপুর থেকে তানজুং পেলেপাসে নিয়ে আসে। সিঙ্গাপুর বন্দরের চেয়ে তানজুং পেলেপাসে কম জাহাজ জট এবং বন্দরে অপেক্ষার সময় কম হওয়ায় শিপিং লাইনগুলোর এই ধারা অব্যাহত থাকে। কে-লাইন, স্যাফমেরিন, মেডিটারেনিয়ান শিপিং কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও পরবর্তীতে তাদের ব্যবসা তানজুং পেলেপাসে নিয়ে আসে।

জহর পোর্ট অথরিটি দ্বারা পরিচালিত এই বন্দরের আয়তন ১,৯৩৫ একর। বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম আন্তর্জাতিক শিপিং লেন থেকে তানজুং পেলেপাস মাত্র ৪৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। যা তানজুং পেলেপাসকে আন্তর্জাতিক শিপিং লাইনগুলোর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখানকার কিছু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই বন্দরে পৌঁছানো জাহাজগুলোকে নোঙরের ক্ষেত্রে অন্যান্য বন্দরের তুলনায় কম সময় অপেক্ষা করতে হয়। তানজুং পেলেপাসের টার্মিনালের গভীরতা ১৫ থেকে ১৯ মিটার এবং কোনো স্রোতের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই জাহাজগুলো বন্দরে ভিড়তে পারে। এর চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ১২.৬ কিলোমিটার এবং ৭২০ মিটারের টার্নিং বেসিন রয়েছে।

প্রত্যাশিত আঞ্চলিক বাণিজ্যের সুবিধা নিতে বর্তমানে তানজুং পেলেপাস বন্দর কর্তৃপক্ষ এর অবকাঠামোগত সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে। ২০১৫ সালে তানজুং পেলেপাস ৯.১ মিলিয়ন কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের রেকর্ড করে। যদিও কিছু গ্রাহকের নেটওয়ার্ক স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তনের ফলে বন্দরটিতে ২০১৬ সালে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ৯.২ শতাংশ কমে যায়। তবে ২০১৭ সালে ৮.৩ মিলিয়ন হ্যান্ডলিং করে ২.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। কতগুলো পদক্ষেপ নেওয়ায় তাদের এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়। এদের মধ্যে ছিল বন্দরের উন্নত সরঞ্জাম নিশ্চিতকরণের পাশপাশি এসবের নির্ভরযোগ্যতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি। মালয়েশিয়ার অন্যতম ব্যস্ত এই কনটেইনার বন্দরটি বর্তমান লয়েডস লিস্টের সেরা ১০০ কনটেইনার বন্দরের তালিকায় ১৯তম স্থানে রয়েছে।

টার্মিনাল এবং বন্দর সংক্রান্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ আশা করছে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশপাশি তারা গ্রাহকদের দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা পূরণ করতে পারবে। বর্তমানে ১৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু রয়েছে বন্দরে। এই প্রকল্পের আওতায় নতুন কি গ্যান্ট্রি ক্রেন, রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রি এবং প্রাইম মুভার কেনা হয়েছে। ২০১৭ সালের প্রথম দিকে তানজুং পেলেপাস বন্দরে ২৯টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন এবং ৯৩টি প্রাইম মুভার যুক্ত হয়েছে। গত বছরের শেষ দিকে বন্দরে আরও কিছু ১,৯০০ টন ওজনের সুপার পোস্ট প্যানাম্যাক্স ক্রেন যুক্ত হয়েছে। ৫৫.৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই ক্রেন ৭২ মিটার পর্যন্ত কনটেইনার হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম। অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে, বন্দরের দুটি জেটিকে ট্রিপল ই-ক্রেন সংযুক্তকরণের উপযোগী করে তুলতে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংস্কার করা হয়। তানজুং পেলেপাস বন্দরে ৪.৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জেটিতে ১৪টি বার্থ রয়েছে। বন্দরের ২৯৬ একর কনটেইনার ইয়ার্ডে ৬.২ মিলিয়ন কনটেইনার সংরক্ষণ করা যায়। তানজুং পেলেপাসের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা টার্মিনাল অপারেশন ছাড়াও সকল বন্দর ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। এই আইটি সিস্টেম, ইলেকট্রনিক লেনদেনের সুবিধা নিয়ে রিয়েল-টাইম ইনফরমেশন প্রদান করে এবং অন্যান্য পেপারওয়ার্কের ঝামেলা কমায়।

তানজুং পেলেপাস সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার বাজারের সাথে পাঁচ কিলোমিটার সংযোগ সড়কের মাধ্যমে সরাসরি সংযুক্ত। বন্দরটিতে চারটি রেল ট্র্যাক টার্মিনাল রয়েছে যা দক্ষিণ থাইল্যান্ডের সাথে বন্দরের সংযোগ স্থাপন করেছে। এ ছাড়াও হিন্টারল্যান্ডের সাথে সংযোগ স্থাপনে বন্দরে ৩১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলওয়ের ট্র্যাক রয়েছে। ট্রাকের জন্য ১৪ লেন গেট টার্মিনাল এবং ছয় লেন ফ্রি ট্রেড জোন বন্দরে বিঘ্নহীন কনটেইনার আসা-যাওয়া নিশ্চিত করে। বন্দরটিতে একটি কমার্শিয়াল ও একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রি ট্রেড জোন রয়েছে। ১০০০ একর জায়গা পরিবেষ্টিত এই ফ্রি ট্রেড জোন বন্দরের কনটেইনার টার্মিনালের পাশেই অবস্থিত। ৪০০ একরের ফ্রি কমার্শিয়াল জোন লজিস্টিক, ডিস্ট্রিবিউশন এবং ওয়্যার হাউজিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। ৬০০ একর ফ্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন উৎপাদন শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থ পরিচিতি

এসেস অন পোর্ট ইকোনমিকস

সম্পাদনা: পাবলো কোতো-মিলান, মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল পেসকুয়েরা, হুয়ান কাস্তানেদো

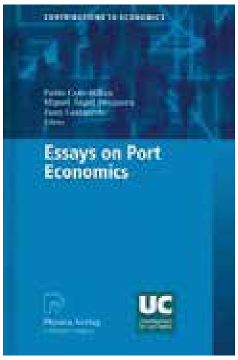

উন্মুক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকতে বন্দরগুলোর অন্যতম হাতিয়ার হলো পোর্ট মার্কেটিং। নতুন নতুন পণ্য ও বাজার খুঁজে বের করতে পোর্ট মার্কেটিং খুবই কার্যকর। ২০১০ সালে ফিজিকা-ভারল্যাগ থেকে প্রকাশিত এসেস অন পোর্ট ইকোনমিকস বইটি একটি গবেষণা সংকলন, যেখানে বন্দর এবং বন্দর সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। এর পাশাপাশি বন্দরভিত্তিক চাহিদা, জোগান, অর্থনৈতিক প্রভাব, নিয়মকানুনের বর্ণনা প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা রয়েছে বইটিতে।

৩৪২ পৃষ্ঠার বইটি মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। নৌ তথা সমুদ্র পরিবহনের সাথে বিশ্বায়নের সম্পর্ক উঠে এসেছে এই পাঁচটি অধ্যায়ে। 'ডিমান্ড' নামের প্রথম অংশে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন্দর প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন বন্দরের প্রোডাকশন ফাংশন, ব্যয়, বিনিয়োগ এবং লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পোর্ট সার্ভিসের তুলনা করা হয়েছে বইটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। 'সাপ্লাই' নামক এই চ্যাপ্টারে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিবর্তন এবং উত্থান নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে।

আগের দুটি অংশের সম্মিলন ঘটেছে বইয়ের তৃতীয় ভাগে, 'পোর্ট ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট' নামের এ অংশে চাহিদা এবং জোগান অনুযায়ী সামগ্রিক বিশ্ববাজারের একটি রূপরেখা আঁকা হয়েছে। দেশের নীতিনির্ধারণে বন্দর, এর হিন্টারল্যান্ড তথা পোর্ট সিস্টেমের ভূমিকা, আঞ্চলিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে বন্দরকেন্দ্রিক অবকাঠামোর গুরুত্ব ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে এখানে। বন্দরে নয়া প্রযুক্তি চালু করা ও দক্ষতা বাড়ানো ছাড়াও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিতে তার প্রভাব এবং এতে বিনিয়োগকৃত অর্থ উঠে আসার হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে চতুর্থ অংশে।

একটি নতুন বন্দর বা টার্মিনাল নির্মাণ অথবা বিদ্যমান বন্দর সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কস্ট-বেনিফিট মেথডলজি'র ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে বইয়ের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ অংশে। তথ্যবহুল, গ্রাফ-চার্টসমৃদ্ধ বইটির প্রতিটি অধ্যায় আলাদাভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিষয়বস্তুর গুণেই বইটি বিশ্বব্যাপী মেরিটাইম পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। ১৪৭ মার্কিন ডলার মূল্যের হার্ডকভারে বাঁধাই বইটি আমাজন থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

আইএসবিএন-১০: ৩৭৯০৮২৪২৪০
আইএসবিএন-১৩: ৯৭৮-৩৭৯০৮২৪২৪৭

মেরিটাইম ফ্যাক্টস

মাস্তুল

মানুষের ব্যবহৃত যানগুলোর মধ্যে নৌকা বা জাহাজই সম্ভবত সবচেয়ে পুরোনো। জাহাজে করে সমুদ্রে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল পাল। উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত সমুদ্রে চলাচলকারী সব জাহাজই ছিল পালতোলা। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে জাহাজ চলাচল প্রযুক্তিতে অভাবনীয় যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার সূচনা হয়েছিল পালতোলা জাহাজের ইঞ্জিনচালিত জাহাজে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। তবে পালতোলা জাহাজই একসময় রাজত্ব করেছে সমুদ্রজুড়ে। পালতোলা জাহাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এর মাস্তুল। জাহাজের ডেকের মধ্যভাগে উলম্বভাবে যে লম্বা কাঠের প্রসারিত অংশ থাকে যার সাথে পাল সংযুক্ত করে বাতাসের সাহায্যে জাহাজ চালনা করা হয় সেটিই মাস্তুল বা মাস্ট। মাস্তুলের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা যায়, পাল আবিষ্কারের সাথে সাথেই মাস্তুলের ব্যবহার শুরু হয়। শুরুর দিকে জাহাজগুলোতে একটি মাস্তুল ব্যবহার করা হতো এবং একটিই পাল থাকতো। পরবর্তীতে জাহাজের আকার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মাস্তুলের সংখ্যা বাড়ে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বেশিরভাগ জাহাজে প্রধানত তিনটি মাস্তুল ব্যবহার করা হতো–ফোর মাস্ট, মেইন মাস্ট এবং মিজেন মাস্ট। মেইন মাস্ট থাকতো জাহাজের মধ্যভাগে এবং এটি মাস্তুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, ফোর মাস্ট সম্মুখভাগে এবং মিজেন মাস্ট জাহাজের পেছন দিকে। দড়ির সাহায্যে মাস্তুলকে ধরে রাখা এবং নিয়ন্ত্রণ করার কাজ করা হয়। এগুলো এমনভাবে তৈরি যেন বাতাসের গতিপথ বদলালেও মাস্তুলের সাহায্যে সেই অভিমুখে পালগুলো ঘুরিয়ে জাহাজ চালনা করা যায়। যুদ্ধজাহাজের মাস্তুলগুলো বাণিজ্যিক বা অন্যান্য জাহাজের মাস্তুলের তুলনায় বেশি লম্বা হতো। উনিশ শতকের জাহাজগুলোতে পাঁচ বা ততোধিক মাস্তুলও ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে কাঠের মাস্তুলের জায়গা করে নেয় অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি মাস্তুল, যেগুলো ওজনে হালকা এবং অধিকতর টেকসই। ধীরে ধীরে 'এজ অব সেইল' অতিক্রম করে আধুনিক যুগে এসে সর্বস্তরে ইঞ্জিনের প্রচলন শুরু হলে জাহাজে মাস্তুলের প্রয়োজন ফুরায়।

ব্যক্তিত্ব

চীনের বিখ্যাত এই নৌঅভিযাত্রী এবং ফ্লিট এডমিরাল বিশ্ব মেরিটাইম অভিযানের ইতিহাসে অগ্রগামীদের একজন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ভাস্কো দা গামার জন্মের পূর্বেই তিনি জলপথে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। প্রায় ইতিহাস বিস্মৃত এই নৌঅভিযাত্রী ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে নৌঅভিযান চালিয়েছেন। পরবর্তীতে সেসব স্থান আবিষ্কারের মাধ্যমে অনেক ইউরোপীয় নৌঅভিযাত্রী ইতিহাস বিখ্যাত হয়েছেন। ভাস্কো দা গামার ৭৬ বছর আগেই তিনি কেপ অব গুড হোপে পৌঁছান। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কয়েক দশক আগেই তিনি আমেরিকা পৌঁছেছিলেন।

মিং শাসনামলে ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দে চীনের ইউনান প্রদেশে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। দশ বছর বয়সে মিং সৈন্যবাহিনী মঙ্গলদের উৎখাতের জন্য ইউনান আক্রমণ করলে সেখানকার অনেক শিশুর সাথে তাকেও বন্দী করা হয়। মিং মিলিটারি বাহিনীতে জুনিয়র অফিসার হিসেবে কর্তব্য পালনকালে যুদ্ধকৌশল ও কূটনৈতিক পারদর্শিতার জন্য মিং রাজপুত্র ঝু ডি'র নজরে আসেন। পরবর্তীতে ঝু ডি মিং সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট হিসেবে ক্ষমতা দখল করলে তাকে ফ্লিট কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৪০৫-১৪৩৩ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে তিনি সাতটি নৌঅভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এসব জলযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। এসব সফরে তিনি ভারত, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় ৩০টিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেন। ১৫ শতকে ভারত মহাসাগরে ও এশিয়াতে চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এসব নৌঅভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কে তিনি?

[কে তিনি? এর সমাধান মিলিয়ে নিন ২৩ নং পাতায়]

প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদেশের কোনো টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেল সামিট গ্রুপ

শুভ বার্তা: চট্টগ্রাম বন্দরে কমেছে জাহাজের অপেক্ষমান সময়

বদলে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর, বাড়ছে সক্ষমতা। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক তদারকির ফলে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের গতি বেড়েছে বন্দরে। ফলে জাহাজজট নেমে এসেছে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। কিছুদিন আগেও যেখানে জেটিতে ভিড়ার জন্য বহির্নোঙরে অপেক্ষমান থাকতে হতো কনটেইনারবাহী জাহাজগুলোকে সেখানে গত ২৮ নভেম্বর বহির্নোঙরের এই চিত্র ছিল একেবারে ভিন্ন। এদিন সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনার নিয়ে আসা 'এক্সপ্রেস কোহিমা' জাহাজটিকে বন্দরের জেটিতে আসার জন্য একদিনও অপেক্ষা করতে হয়নি। যা চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার পরিবহন করা জাহাজগুলো এবং আমদানি-রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন এক শুভ বার্তা। বন্দরের কনটেইনার খালাস করা জাহাজগুলোর জন্য বন্দরের এই বদলে যাওয়া চিত্র অব্যাহত রয়েছে।

জাহাজের অপেক্ষমান সময় কমে আসায় বন্দরে সার্বিক কনটেইনার পরিবহনও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যহারে। একমাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক কনটেইনার পরিবহনের রেকর্ড করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। নভেম্বর মাসে বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি পণ্যবাহী ও খালি কনটেইনার পরিবহন হয়েছে ২ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৫টি। এর আগে সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৫৯ হাজার ২১০টি কনটেইনার পরিবাহিত হয়েছিল। পণ্য হাতে পেতে সময় কমে আসায় ব্যবসায়ীসহ বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনরা এর সুফল পাচ্ছেন।

ভারতের নদী টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্বে সামিট গ্রুপ

সামিট গ্রুপের সাবসিডিয়ারি সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট ইস্ট গেটওয়ে (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (এসএপিইজিআইএল) ভারতের তিনটি নদী টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছে। টার্মিনাল তিনটি হলো- কলকাতার গার্ডেন রিচ টার্মিনাল এবং পাটনার গাইঘাট এবং কালুঘাট টার্মিনাল। কোনো বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথমবারের মতো বিদেশে টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেল সামিট গ্রুপ। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে আয়োজিত বৈশ্বিক টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে তারা এ চুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

গত ৫ নভেম্বর ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া (আইডব্লিউএআই) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে এসএপিইজিআইএল এর কাছে টার্মিনাল তিনটি হস্তান্তর করে। এসএপিইজিআইএল এর পরিচালক অশোক চক্রবর্তী আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তিপত্র গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সচিব (নৌপরিবহন) গোপাল কৃষ্ণা, আইডব্লিউএআই এর চেয়ারম্যান প্রবীর পান্ডে, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিনিত কুমার উপস্থিত ছিলেন।

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান বলেন, "প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এবং আইডব্লিউএআই এর সাথে পিপিপির ভিত্তিতে প্রথম অংশীদার হিসেবে কলকাতা এবং পাটনার টার্মিনাল তিনটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়ে আমরা আনন্দিত বোধ করছি।"

আইডব্লিউএআই এর সাথে রাজস্ব শেয়ারিং এর ভিত্তিতে ৩০ বছর মেয়াদে এই চুক্তি হয়েছে। বাৎসরিক রাজস্বের ৬১ দশমিক ৭০ শতাংশ পাবে সামিট গ্রুপ এবং বাকি ৩৮.৩০ শতাংশ পাবে আইডব্লিউএআই। এ ছাড়াও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে টার্মিনাল ব্যবহার ফি আদায় করতে পারবে অপারেটর কোম্পানি।

ভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, টার্মিনাল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সামিট গ্রুপ আট মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসএপিইজিআইএল এর এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে তারা জানিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে তিন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের যন্ত্রপাতি আমদানি করতে আরও অতিরিক্ত পাঁচ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে সামিট গ্রুপ।

বাংলাদেশে শিপ রিসাইক্লিং প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় চালু করছে আইএমও

শিপ রিসাইক্লিং প্রক্রিয়াকে আরও নিরাপদ এবং পরিবেশসম্মত করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে আইএমও'র বিশেষ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সম্প্রতি অংশীজনদের সাথে বৈঠক শেষে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় ঘোষণা করা হয়েছে। ১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ১৯ মাস মেয়াদি এ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে নরওয়ে সরকার।

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস এ রিসাইক্লিংয়ের সময় স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরিবেশের ক্ষতি কমাতে জাহাজমালিক, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং ফ্ল্যাগ স্টেটগুলোর জন্য বেশ কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হয়। কনভেনশনের নীতিমালা অনুযায়ী সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড শিপ রিসাইক্লিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের প্রাথমিক ধাপ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাংলাদেশে জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প নিয়ে অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত গবেষণা, এ বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা, শিপ ব্রেকিং স্পেসের ধারণক্ষমতা নিয়ে জরিপ ইত্যাদি বিষয় এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া রিসাইক্লিংয়ের সময় নির্গত বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ, পরিশোধন এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য দরকারি অবকাঠামোর প্রাথমিক নকশাও এ প্রকল্পের অধীনে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জাহাজ ভাঙা শিল্পের শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং তুরস্কের পাশাপাশি বাংলাদেশও রয়েছে। গোটা পৃথিবীর ৯৮ শতাংশ জাহাজই রিসাইক্লিং করা হয় এই কয়টি দেশে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এরই মধ্যে শ্রমিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৮ এর শুরুর দিকে হংকং কনভেনশন মেনে রিসাইকেল করার উপযোগী প্রথম জাহাজ ক্রয় করে পিএইচপি শিপব্রেকিং ইয়ার্ড। এর আগে ২০১৭ সালের অক্টোবরে দেশের প্রথম রিসাইক্লিং কারখানা হিসেবে কনভেনশন মেনে কাজ করার সনদও পায় প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছে আইএমও। এ ছাড়াও এই প্রকল্পের আন্তর্জাতিক সহযোগী হিসেবে রয়েছে সেক্রেটারিয়েট অব বিআরএস কনভেনশন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) এবং ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন।

বন্দর সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট ব্যবসায়ীরা

দেশের পণ্য আমদানি-রপ্তানিকারকেরা চট্টগ্রাম বন্দরের সেবা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কনটেইনারবাহী জাহাজ বন্দরের বহির্নোঙরে আসার পর পণ্য পেতে এখন আর সপ্তাহজুড়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে না ব্যবসায়ীদের। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজগুলো এখন বহির্নোঙর থেকে জেটিতে ভিড়তে পারছে। নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন ও পরিচালন কার্যক্রমে সার্বক্ষণিক তদারকির কারণে বন্দর সেবার দ্রুত উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

পণ্য আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় গত কয়েক বছরে বন্দরে কনটেইনারবাহী জাহাজ আগমনের সংখ্যা বেড়েছে। জেটিতে কনটেইনার খালাসের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় পণ্যবাহী এসব জাহাজকে বহির্নোঙরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। এ সমস্যা উত্তরণে কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে গতি আনার ওপর জোর দেয় কর্তৃপক্ষ। ফলে গত দুই মাসে বহির্নোঙরে জাহাজের অপক্ষেমান সময় উল্লেখযোগ্যহারে কমে আসে।

ব্যবসায়ীরা জানান, ''আমরা এখন অনেকটাই স্বস্তিতে। বন্দরের পরিচালন কার্যক্রমে তদারকি বাড়ায় বন্দরের দক্ষতা বেড়েছে, সেবারও উন্নতি হয়েছে। এর সাথে নতুন প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর জোর দিতে হবে।''

গত আগস্ট ও অক্টোবর মাসে বন্দরের যন্ত্রপাতির বহরে দুই দফায় তিনটি করে মোট ছয়টি গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত হয়েছে। আগের চারটিসহ ১০টি ক্রেন একসাথে চালু থাকায় কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কাজ দ্রুত হচ্ছে। ২০১৯ সালে আরও চারটি গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত হবে বন্দরে।

বন্দরের বর্তমান সেবার মান ধরে রাখতে পারলে জাহাজের পরিচালন ব্যয়ের পাশাপাশি পণ্য পরিবহনের খরচও কমে আসবে।

বিএসসি'র নতুন দুটি জাহাজ দৈনিক আয় করছে বিশ হাজার ডলার

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) বহরে যুক্ত হওয়া নতুন জাহাজ 'বাংলার জয়যাত্রা' ও 'বাংলার সমৃদ্ধি' থেকে দৈনিক ২০ হাজার ডলারের বেশি আয় হচ্ছে। বহরে যুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ দুটি এখন বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে পণ্য পরিবহন শুরু করেছে।

বিএসসি'র নতুন জাহাজ 'জয়যাত্রা' ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে পণ্য পরিবহন করছে। অপর জাহাজ 'সমৃদ্ধি' পণ্য পরিবহন করছে চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে। আন্তর্জাতিক রুটে বিএসসি সর্বশেষ ২০১৪-১৫ সালে শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি করা চালের চালান পরিবহন করেছিল।

একটি নতুন জাহাজের লাইফটাইম হচ্ছে ২৫ বছর। মেরিটাইম খাতে মন্দা না নামলে অল্প সময়ের মধ্যে বিএসসি চীনে তৈরি নতুন তিনটি অয়েল ট্যাংকার ও তিনটি কার্গো জাহাজে বিনিয়োগের টাকা তুলে লাভের মুখ দেখবে। এ ছাড়াও জাহাজগুলো যদি দীর্ঘমেয়াদে ভাড়া দেওয়া যায় তাতেও লাভ হবে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানটি।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি) গত বছরের ২৭ জুলাই 'এমভি বাংলার জয়যাত্রা' এবং ১০ অক্টোবর 'এমভি বাংলার সমৃদ্ধি' বিএসসির কাছে হস্তান্তর করে। ১ হাজার ৮৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএসসি'র জন্য ছয়টি জাহাজ নির্মাণ করছে চীনের জিয়াংশু নিউ ইয়াংজি শিপবিল্ডিং কোম্পানি লিমিটেড। এর মধ্যে চীন সরকার দিচ্ছে ১ হাজার ৪৪৮ কোটি এবং বিএসসি দিচ্ছে ৩৯৫ কোটি টাকা। সর্বশেষ ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি 'এমভি বাংলার অর্জন' নামে অপর একটি জাহাজ বিএসসি'র কাছে হস্তান্তর করে। এ নিয়ে চুক্তিকৃত ছয়টি নতুন জাহাজের তিনটি বিএসসি'র বহরে এসে যুক্ত হলো। অন্য তিনটি জাহাজের মধ্যে 'এমটি বাংলার অগ্রযাত্রা' ২০১৯ সালের জানুয়ারি, 'এমটি বাংলার অগ্রদূত' ফেব্রুয়ারি মাসে এবং 'এমটি বাংলার অগ্রগতি' মার্চ মাসে বিএসসি'র কাছে হস্তান্তরের কথা রয়েছে।

দীর্ঘদিন বিরতির পর ভারী হচ্ছে বিএসসি'র বহর। এর আগে সর্বশেষ ১৯৯১ সালে যুক্ত হয়েছিল চীনে নির্মিত 'এমভি বাংলার শিখা'। বর্তমানে দুইটি অয়েল ট্যাংকার আছে বিএসসি'র বহরে। সেগুলোও বেশ পুরোনো। 'এমটি বাংলার জ্যোতি' ও 'এমটি বাংলার সৌরভ' নামের অয়েল ট্যাংকার দুটি ১৯৮৭ সালে নির্মিত হয়েছিল ডেনমার্কে। ট্যাংকার দুটি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে অপেক্ষমাণ বড় ট্যাংকার থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল সংগ্রহ করে পতেঙ্গার বিভিন্ন ডিপোতে নিয়ে আসে।

বন্দর চেয়ারম্যানের সঙ্গে এফবিসিসিআই মেরিটাইম পোর্ট সদস্যদের সাক্ষাৎ

এফবিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি রিলেটিং টু মিনিস্ট্রি অব শিপিংয়ের (মেরিটাইম পোর্ট) সদস্যরা সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় পদোন্নতি পাওয়ায় এফবিসিসিআই'র সভাপতি মো. শফিউল ইসলামের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানানো হয়। সাক্ষাৎকালে কমিটির চেয়ারম্যান ড. মো. পারভেজ সাজ্জাদ আকতার শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ''বন্দর চেয়ারম্যানের সুদক্ষ নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বন্দরের উৎপাদনশীলতা ও গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে

ছবিতে সংবাদ

মালয়েশিয়ান হাইকমিশনার নূর আশেকীন মোহাম্মদ তাইব ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসেন। এসময় তিনি বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং পরে বন্দরের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

নতুন নিয়োগকৃত ইসিএম চালকদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী সনদপত্র বিতরণ ২৬ ডিসেম্বর বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) নজমুল হক। এসময় বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩১ ডিসেম্বর পরিচালক (নিরাপত্তা) লে. কর্নেল আব্দুল গাফফার ও প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) নজমুল হককে বন্দর কর্তৃপক্ষের বিদায় সংবর্ধনায় বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

২১ ডিসেম্বর ভাটিয়ারি গলফ অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে '২য় চট্টগ্রাম বন্দর গলফ টুর্নামেন্ট' এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির কমান্ড্যান্ট। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী ৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসে। এসময় তারা বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

বিজয় দিবসে বন্দর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছেন বন্দরের পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

আমরা আশাবাদী। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বন্দরের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। এতে করে বন্দর ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও গ্রাহকবান্ধব হবে। এফবিসিসিআই'র পক্ষ থেকেও চট্টগ্রাম বন্দরকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।"

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপিত

১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয়ের ৪৮তম বছর পূর্ণ করল। সারা দেশের মতো চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষও এদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য বিজয় দিবস পালন করেছে। এদিন সকালে বন্দর কর্তৃপক্ষের পর্ষদ সদস্যবৃন্দ বন্দর রিপাবলিক ক্লাব মাঠের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় তারা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের আত্মত্যাগের কথা, যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন সম্ভব হয়। পরে সেখানে বিভাগীয় প্রধানগণ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ, বন্দর পরিচালিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহ এবং বন্দর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও শহীদদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে বন্দরের রিপাবলিক ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বন্দর পরিচালিত স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। শহীদ মো. ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা সভা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া শহীদ প্রকৌশলী শামশুজ্জামান স্টেডিয়ামে অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ) ও বন্দর রিপাবলিক ক্লাব বনাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মাঝে বিজয় দিবসের বিশেষ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

পদোন্নতি পেলেন বন্দরের বেশ কিছু কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন বেশ কিছু কর্মকর্তা। ডিসেম্বরে অবসর জনিত ছুটিতে যান প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) নজমুল হক। শূন্য পদটিতে পদোন্নতি পেয়েছেন যান্ত্রিক বিভাগের ওয়ার্কশপ ম্যানেজার মো. আমিনুল ইসলাম।

ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (অপারেশন) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সহকারী টার্মিনাল ম্যানেজার কুদরত-ই-খুদা মিল্লাত, ওয়ার্কশপ ম্যানেজার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন মো. শাখাওয়াত হোসেন। এ ছাড়াও উপপরিচালক (নিরাপত্তা) পদে প্রেষণে নিয়োগ পেয়েছেন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা লে. কমান্ডার মাকসুদুর রহমান।

স্বাগত পরিবহন বিভাগের নতুন পরিচালক এনামুল করিম

চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবহন বিভাগের নতুন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এনামুল করিম। ৩১ ডিসেম্বর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্বতন পরিচালক (পরিবহন) গোলাম ছরওয়ার অবসরে যাওয়ায় পদোন্নতি পেয়ে এই নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।

এনামুল করিম ১৯৯৫ সালে ট্রাফিক অফিসার হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরিচালক (পরিবহন) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি একই বিভাগে ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (অপারেশন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি আরব একাডেমি ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (মিশর) হতে ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিক বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং নেদারল্যান্ডস মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি (এনএমইউ) থেকে পোর্ট অ্যান্ড শিপিং ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এনামুল করিম চট্টগ্রাম বন্দরে তার সুদীর্ঘ ২৩ বছরের কর্মজীবনে টার্মিনাল অফিসার, ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার ও টার্মিনাল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের অবদান, বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়, বন্দর উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

এ ছাড়াও তিনি পোর্ট, শিপিং, লজিস্টিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশে বিদেশে বিভিন্ন ইন্সটিটিউটে রিসোর্স পারসন হিসেবেও কাজ করে থাকেন।

স্বাগত পরিচালক (নিরাপত্তা) লে. কর্নেল তানভীর আহমদ জায়গীরদার, পিএসসি, পদাতিক

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ পরিচালক (নিরাপত্তা) হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরে যোগদান করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা লে. কর্নেল তানভীর আহমদ জায়গীরদার, পিএসসি, পদাতিক। পূর্বতন পরিচালক (নিরাপত্তা) লে. কর্নেল মো. আব্দুল গাফ্‌ফার বদলি হয়ে সেনা বাহিনীতে ফিরে যাওয়ায় তিনি প্রেষণে নিয়োগ পেয়েছেন।

লে. কর্নেল তানভীর আহমদ জায়গীরদার ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি হতে ২৭ বিএমএ লং কোর্সের মাধ্যমে কমিশন লাভ করেন। চট্টগ্রাম বন্দরে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের সিনিয়র প্রশিক্ষক হিসেবে রাজশাহী সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। এর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকুরিকালীন সময়ে 'অপারেশন দাবানল' এবং 'অপারেশন উত্তরণ' পদক অর্জন করেন। ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ হতে এমডিএস (মাস্টার্স ইন ডিফেন্স স্টাডি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি।

লে. কর্নেল তানভীর আহমদ জায়গীরদার সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য এবং আইভরি কোস্টে ইউএন প্রোভস্ট অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক ইউনিটের (২৩ ইস্ট বেঙ্গল) অধিনায়ক এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নবসৃজিত ইউনিটের (৫০ বিজিবি) প্রতিষ্ঠাকালীন অধিনায়ক হিসেবে রামুতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখেন। অবসর সময়ে তিনি ঘুরতে এবং ছবি তুলতে ভালোবাসেন।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বিষয়ক সাম্প্রতিক খবর জানতে

আমাদের পোর্টালে আসুন

BANDARBARTA.COM

প্রচেষ্টাগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে নৌবাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী লাভবান হওয়া যাবে

গ্রাহকবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা

সেবার গতি এবং মান বৃদ্ধি করে

খরচ সাশ্রয় করে যা নির্দিষ্ট পর্যায়ের গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে সুবিধা দেয়

পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি

ডেটা অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে কোম্পানির সক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা বাড়ে

সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের ফলে পরিচালন খরচ কমে

ডেটা ইকোসিস্টেম বাড়ানো

গ্রাহক, ক্যারিয়ার এবং টার্মিনালের ডেটা পুল সংযুক্ত করে একটি নতুন ভ্যালু পুল তৈরি করে, যা স্বচ্ছ পরিচালনায় সহায়ক

বাণিজ্য সম্প্রসারণ

লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিষেবার সুবিধা ডোর টু ডোর ব্যবসা বাড়াতে সহায়তা করে

অর্থনৈতিক সংকটের সময় কনটেইনার-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি কমেছে

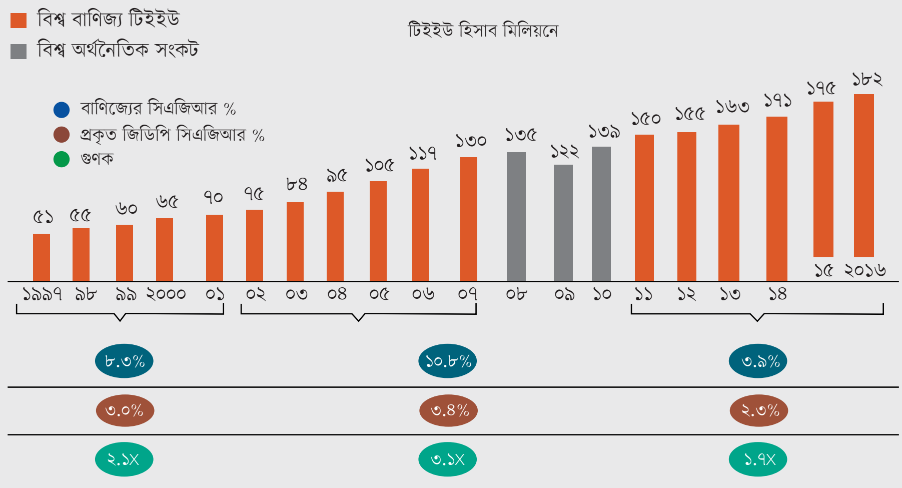

ইন্ডাস্ট্রির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে

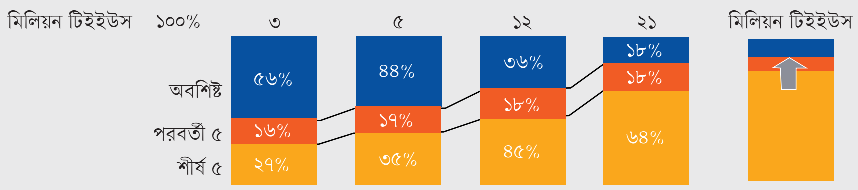

শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

	১৯৯৬	২০০০	২০০৮	২০১৭
১	সিল্যান্ড	মায়েরস্ক	মায়েরস্ক	মায়েরস্ক
২	মায়েরস্ক	এভারগ্রিন	এমএসসি	এমএসসি
৩	এভারগ্রিন	পি অ্যান্ড ও নিডলয়েড	সিএমএ সিজিএম	কসকো
৪	কসকো	হানজিন	এভারগ্রিন	সিএমএ সিজিএম
৫	এনওয়াইকে	এমএসসি	হ্যাপাগ-লয়েড	হ্যাপাগ-লয়েড

সূত্র: ইন্ট্রা

কে তিনি? এর সমাধান: ঝেং হি

২০১৭ ও ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

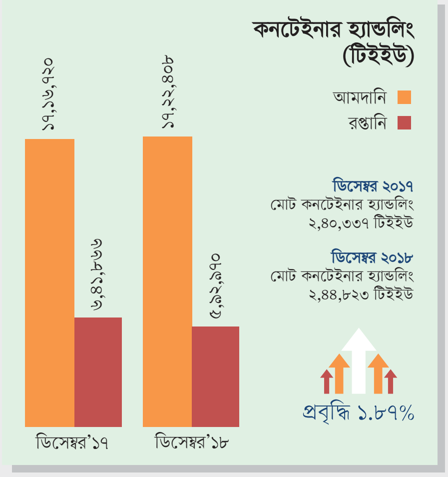

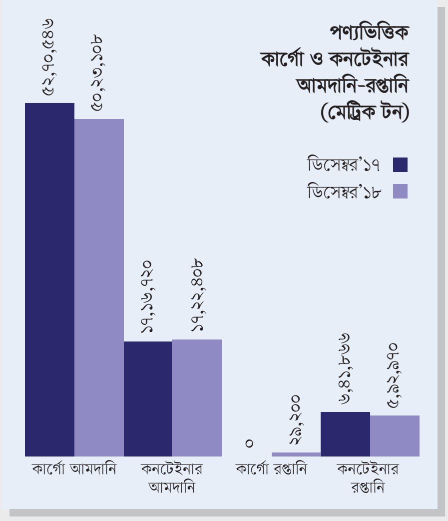

আর্থিক প্রতিবেদন

	ডিসেম্বর'১৭	ডিসেম্বর'১৮
রাজস্ব আয়	২২৭.৫৫	২৩০.৯০
রাজস্ব ব্যয়	৯০.৬৭	১১১.১২
উদ্বৃত্ত রাজস্ব	১৩৬.৯০	১১৯.৭৮
ইনকাম ট্যাক্স (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৬.৪৪	৯.০৩
ভ্যাট (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৬.১৩	৯.০১
ভ্যাট (কর্তৃপক্ষের আয় থেকে)	২২.৩০	৩১.৯০

তথ্যযোগ:

১. *মোহাম্মদ রিজুয়ান, টার্মিনাল অফিসার, ট্রাফিক বিভাগ*
২. *মো. কামরুল আহসান, হিসাব সহকারী, অর্থ ও হিসাব বিভাগ*

BANDARBARTA
a monthly publication by
Chittagong Port Authority